NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভারতীয় রাজনীতিতে শুধুই 'জয় হে' ধ্বনিত হোক

নতুন প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন 'যদি এমন হতো' ৮

কলকাতা ৪ এপ্রিল ২০২৫ ২১ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.4.2025, Vol.18, Issue No. 292 8 Pages, Price 3.00

সুপ্রিম রায়ে চাকরিহারা ২৬ হাজার

বাতিল ২০১৬ সালের প্যানেল

'অযোগ্য'দের ফেরত দিতে হবে বেতনের টাকাও

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: যোগ্য-অযোগ্যর উত্তর মিলল না। এসএসসি নিয়োগ মামলায় ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটাই বাতিল করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার রায়ে চাকরি গেল ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে চাকরিহারাদের হাহাকার।

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছিল। গোটা প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দেন বিচারপতি। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টেও বাতিল হল এসএসসির ২০১৬ সালের ২৬ হাজারের প্যানেল। তারওপর 'অযোগ্য'দের ১২ শতাংশ সুদ-সহ ফেরত দিতে হবে বেতনও। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার পর্যবেক্ষণ, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই ঠিক। গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াই অস্বচ্ছ। বড় মাপের দুর্নীতি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া ভুলে ভরা। তাই কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপে করা উচিত নয়। দাগি চাকরিরতদের চাকরি যাওয়াই উচিত।'

সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন স্কুল সার্ভিস কমিশন 'অযোগ্য' দের নামের একটি তালিকা জমা দেয়। সেখানে 'দাগি' শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা ৫ হাজারের বেশি। পরে অবশ্য আরও একটি তালিকা দিয়েছিল এসএসসি। তাতে আরও কিছু নাম জমা দেওয়া হয়। ফলে 'যোগ্য-অযোগ্য'দের কিছুটা হলেও আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। ফলে যোগ্যদের চাকরি গেলেও বয়সসীমা বাড়িয়ে ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকছে। যারা সরকারের অন্য দপ্তরে আগে চাকরি করতেন, পুরনো চাকরি ফেরত পাওয়ার জন্য তিনমাসের মধ্যে আবেদন জানাতে পারবেন। রাজ্যকে এটা দ্রুত বিবেচনা করতে হবে। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের বেতন বন্ধ হবে না। বেতন ফেরতও দিতে হবে না। পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানবিকতার খাতিরে বেতন পাবেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা। অন্যদিকে, এসএসসি মামলা ফৌজদারি তদন্ত চলবে আগের মতোই। দুর্নীতির অভিযোগে ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বাতিল হয়েছিল ২০১৬-র এসএসসি প্যানেল। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছিলেন ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষককর্মী। রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে রাজ্য সরকার, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। শীর্ষ আদালতে দফায় দফায় সেই মামলার শুনানি হয়। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ছিল শেষ শুনানি। তখন সিবিআই জানিয়েছে, তারা চাইছে, কলকাতা হাইকোর্টের ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায় বহাল থাকুক। স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, র‍্যাংক জাম্প বা প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য থাকলেও ওএমআর শিট কারচুপির তথ্য তাদের কাছে নেই। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, একসঙ্গে এতজন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করা হলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। সব শুনে রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত রায় শোনালেন তিনি।

চাকরি থাকবে ক্যানসার আক্রান্ত সোমার

নিজস্ব প্রতিবেদন :সুপ্রিম নির্দেশে বাতিল এসএসসির ২০১৬ সালের ২৬ হাজারের প্যানেল। নিমেষে চাকরি হারালেন ২৫, ৭৫২ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। তবে মানবিকতার খাতিরে চাকরি রইল নলহাটির ক্যানসার আক্রান্ত সেই সোমা দাসের। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সোমা চাকরিতে বহাল থাকবেন। কিন্তু এই রায়ে মোটেই খুশি নন তিনি। যোগ্যদের চাকরি বাতিল মানতে পারছেন না সোমা।

চাকরি বাতিলে খোঁচা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীর্ষ আদালতের রায়ে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের দায় রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপর চাপালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্ট অনেক সুযোগ দিয়েছিল যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করার জন্য। কিন্তু কমিশন তাও তা পৃথক করতে পারেনি। রাজ্য সরকারেরও যথেষ্ট গাফিলতি ছিল বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। মুখ্যমন্ত্রী এদিন চাকরি বাতিলের জন্য রাম-বামকে দুষেছেন। তা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এখন উনি অনেকেরই দোষ দিচ্ছেন। কিন্তু সেই কবে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া পরেশ অধিকারীর মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দিয়েই প্যানেল ভাঙা শুরু হয়েছিল।' তিনি আরও বলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম প্রাথমিকে চাকরিতে বেআইনি নিয়োগের বিষয়টি চিহ্নিত করেন, কড়া পদক্ষেপ নেন।

সুপ্রিম কোর্টের এই জাজমেন্ট মানতে পারছি না: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর। শীর্ষ আদালতের এই রায় মানতে পারছেন না বলে বৃহস্পতিবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানবিকতার স্বার্থে এই রায় মানতে পারছেন না। প্রশ্ন তুলেছেন, স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে। দু-চারজনের ভুলে কেন সকলে শাস্তি পাবেন, এই প্রশ্নও তুলেছেন মমতা। পাশাপাশি আশ্বাস দিয়ে জানালেন, তিনমাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে। মানবিকতার খাতিরে এই রায় মানতে পারছেন না বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বিচারব্যবস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ সম্মান আছে। সমস্ত বিচারপতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। আমরা প্রত্যেককে সম্মান করি। দয়া করে আমার মন্তব্য বিকৃত করবেন না।' সুপ্রিম রায়ে 'দাগি' শিক্ষক বলে 'অযোগ্য'দের দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে মমতা বলেন, 'আমাদের হাতে তো কোনও নথি ছিল না। নথি থাকলে তো আমরাও খুঁজে দেখতে পারতাম। আত্মরক্ষার জন্য একটা সুযোগ দেওয়া উচিত!'

একধাক্কায় ২৫ হাজার ৫৭২ জন শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের চাকরি যাওয়ায় কর্মী সংকটে পড়বে স্কুলগুলি। সে কথা মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এঁরা স্কুলে পড়ান। স্কুলগুলির কী হবে? বাংলাকে আর কত টার্গেট করবেন? বাংলার পুরো সিস্টেমটা কোলাপস করাই কি বিজেপির লক্ষ্য?' তাঁর প্রশ্ন, 'দু-চারজনের জন্য সবাইকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে? আমরা জানলে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতাম। কিন্তু আমাদের তো নথিই দেওয়া হয়নি।' মমতার তোপ, 'বিকাশবাবু কেস করেছিলেন। তাঁর জন্যই আজ এতগুলো চাকরি গেল। উনি তো বিশ্বের বৃহত্তম আইনজীবী। কেন যে নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন না এখনওখ আমি ভাবছি, একটা রেকমেন্ড করব।' তিনি আরও বলেন, 'মনে রাখবেন, তাঁরা অচল হয়ে গেলে বিজেপি-সিপিএমও সচল থাকবে না। কোনও ঘটনা ঘটলে, দায়িত্ব আপনাদের হবে। আর এসবের জবাব আপনারা পাবেন।'

মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, 'আমি একটা রাজনৈতিক কথা বলছি। মধ্যপ্রদেশে ব্যাপমে কী হয়েছে? ৫০-এর ওপর লোককে খুন করা হয়েছে। কী শাস্তি হয়েছে? আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে তো জেলে রেখে দিয়েছেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই, দু'চারজন আছে, যাদের ওরা টার্গেট করেছে, কিন্তু একটা অপরাধে ক'বার শাস্তি হয়? আর এসএসসি তো স্বশাসিত সংস্থা। আমরা এর মধ্যে ইনটারফেয়ার করি না!' তিনি প্রশ্ন তোলেন, দিল্লি হাইকোর্টের একজন বিচারপতির বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পরেও তাকে বদলি করা হয়েছে। এখানে দুর্নীতি দায় ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী জেলে রয়েছেন। একই দোষে কতজনের শাস্তি হবে। পাশাপাশি এক ধাক্কায় প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষকত্ত শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হলে স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন কিভাবে চলবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নের পর্যালোচনা বৈঠকের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ, শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমার এবং সরকারি আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

চাকরিহারাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন 'মানবিক' মমতা। জানালেন, আদালতের নির্দেশ মেনে আগামী তিনমাসের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে।

'যোগ্য' চাকরিহারাদের সমাবেশে যাচ্ছেন মমতা

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এক ধাক্কায় চাকরি বাতিল হয়েছে ২৬ হাজার (২৫ হাজার ৭৫২জন) শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের। ২০১৬ সালের এসএসসির গোটা প্যানেল বাতিল করেছে আদালত। তারপরই 'যোগ্য'দের চাকরি যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আগামী ৭ তারিখ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'বঞ্চিত' শিক্ষকদের সমাবেশে যেতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও আইনজীবীরা থাকবেন। তিনি বলেন, 'ধৈর্য হারাবেন না, মানসিক চাপ নেবেন না। আপনারা নতুন আবেদন করতে পারবেন (পরীক্ষার জন্য)। আমরা পাশে আছি।' নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'বঞ্চিত' শিক্ষকরা একটি অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছেন। তারা শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে একত্রিত হওয়ার কথাও বলে। সেই আবেদনে সম্মতি দিয়ে আগামী ৭ তারিখ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১২টা ১৫নোগাদ সমাবেশে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'বঞ্চিত শিক্ষকরা একটি অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছেন। তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান, সবাই একত্রিত হতে চান। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী-সহ আমি ও মুখ্যসচিব, আইনজীবীরা থাকলে তাঁরা খুশি হবেন। তাতে সাড়া দিয়ে আগামী ৭ তারিখ নেতাজি ইন্ডোরে দেখা করতে যাব। কথা বলতে তো কোনও অসুবিধা নেই।' সঙ্গে তিনি চাকরিহারাদের চিন্তা করতে বারণ করেছেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী তিনমাসের মধ্যে সব কাজ করা হবে বলে জানিয়েছেন মমতা।

রাজ্যসভায় পেশ হল ওয়াকফ বিল

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: লোকসভার পরে এ বার রাজ্যসভায় সংশোধিত ওয়াকফ বিল নিয়ে বিতর্ক শুরু হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বিলটি সংসদের উচ্চকক্ষে পেশ করেন। বিতর্কের পরে বিরোধীরা 'ডিভিশন' চাইলে লোকসভার মতোই রাজ্যসভাতেও ভোটাভুটির মুখোমুখি হতে হবে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে। ১২ ঘণ্টা টানা বিতর্কের পরে বুধবার মধ্যরাতে বিলটি পাশ হয়েছে লোকসভায়। এ বার তা রাজ্যসভায় পেশ করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকার। রিজিজুর দাবি, ওয়াকফ সম্পত্তির অন্যতম লক্ষ্য হল সেই সম্পত্তির মাধ্যমে মুসলিম সমাজের গরিব, মহিলা ও অনাথ শিশুদের উন্নয়ন। নতুন আইনে বিপুল রাজস্ব আদায় হবে। তাঁর অভিযোগ, রাজস্ব সংগ্রহ করতে 'ব্যর্থ' হয়েছে ওয়াকফ বোর্ডগুলি। ২০০৬ সালে সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ৪.৯ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল। এ থেকে আয় হওয়া উচিত ছিল ১২ হাজার কোটি টাকা। হয়েছে মাত্র ১৬৩ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে ইউপিএ সরকার ওয়াকফ আইনে কিছু পরিবর্তন আনে। কিন্তু তাতেও সে সময়ে ৮.৭২ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে আয় ছিল মাত্র ১৬৬ কোটি টাকা। শাসক শিবিরের দাবি, সেই ছবিটি পাল্টাতেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। যাতে ওয়াকফ থেকে আয় বাড়ে। সেই অর্থের মাধ্যমে সার্বিক ভাবে মুসলিম ও মুসলিম মহিলাদের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব হয়। বুধবার লোকসভায় ওয়াকফ বিল নিয়ে ভোটাভুটিতে মোট ৫২০ জন সাংসদ অংশ নিয়েছিলেন। বিলের পক্ষে ২৮৮ এবং বিপক্ষে ২৩২ জন সাংসদ ভোট দেন। ব্যবধান ৫৬ ভোটের। লোকসভার মতোই রাজ্যসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে শাসক জোটের। রাজ্যসভায় এনডিএ-র মোট ১২৫ জন সাংসদ রয়েছেন। ছ'টি আসন শূন্য রয়েছে। ফলে ১১৮ জন সাংসদের সমর্থন পেলেই সংসদের উচ্চ কক্ষে বিলটি পাশ করাতে পারবে শাসক জোট।

পাশ হলেও দীর্ঘস্থায়ী হবে না বিল: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ বিল পাশ করিয়ে নিলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওয়াকফ ইস্যুতে কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ওই বিল বিজেপির রাজনৈতিক এজেন্ডা। তবে কেন্দ্রের সরকার বদল হলেই ওই বিল বাতিল করতে সংশোধনী আনা হবে। দেশে বিভাজন আনতেই বিজেপি এই ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ করিয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন। বুধবার দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা বিতর্ক আর ভোটাভুটির পর সংশ্লিষ্ট বিলটি পাশ হয়েছে। রাজ্যসভাতেও পাশ হওয়া সময়ের অপেক্ষা। এরপরই আইন পাশ। এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন বিধানসভা ভোটের মোক্ষম ইস্যু করে পথে নামছে শাসকদল। বুধবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে জুমলা পার্টি বলে অভিহিত করে বলেন, তাদের একমাত্র কর্মসূচি হল, দেশ ভাগ করা। তারা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিতে বিশ্বাস করে, যা তাঁরা করেননা। তৃণমূল কংগ্রেস দেশের সংবিধান অনুসরণ করবে।

এগিয়ে এল গরমের ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি এগিয়ে এল। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, ৩০ এপ্রিল থেকে রাজ্যের প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি পড়ে যাবে। যেহেতু গরম বেশি, সেই কারণে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কত দিন পর্যন্ত স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি থাকবে, তা জানাননি মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিতেও ওই সময় থেকেই গরমের ছুটি পড়বে কি না, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

'ওয়াকফ কখনও মুসলমানদের কাজে আসেনি, সরকারের হাতেই থাকুক'

বিতর্কের মাঝে মুঘল বংশধরের সোজাসাপ্টা মন্তব্য

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

বুধবার মধ্যরাতেরও বেশি সময় ধরে ১২ ঘণ্টা দীর্ঘ বিতর্কের পর ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলটি পাশ হয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্টভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করেন যে নতুন বিলটি তাদের ধর্মীয় রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না। ভোট বিভক্তির পর নিম্নকক্ষ ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলটি অনুমোদন করে; পক্ষে ২৮৮ ভোট, বিপক্ষে ২৩২ ভোট। এভাবেই লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল। কিন্তু বিতর্ক থামছে না। বিরোধীরা একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলছে, 'সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হচ্ছে।' সেই বিতর্কের মাঝেই মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বংশধর সুলতানা বেগম একেবারে ভিন্ন সুরে কথা বললেন।

তিনি স্পষ্ট বলেন, 'ওয়াকফ সম্পত্তি কোনও মুসলমানের কোনও কাজে আসেনি। এর উপর কারা নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটা সাধারণ মানুষের জীবনে কোনও পরিবর্তন আনবে না। বরং সরকারের হাতেই থাকুক, তাহলে অন্তত এর স্বচ্ছতা থাকবে।'

'ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে থাকলেই কী হবে?' প্রশ্ন তুললেন সুলতানা বেগম। এই বিতর্কের মধ্যেই

মুঘল বংশধর সুলতানা বেগম সরাসরি প্রশ্ন তুললেন, 'ওয়াকফ সম্পত্তি যদি সাধারণ মুসলমানদের কোনও কাজে না আসে, তাহলে এর মূল্য কী?'

তিনি আরও বলেন, 'আমার স্বামী সবসময় বলতেন, তিনি ক্ষুধার্ত থাকতে পারেন, কিন্তু ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তিতে তার কোনও অধিকার নেই। তাহলে এই সম্পত্তি রইল কার জন্য?' সুলতানা বেগমের দাবি, 'ওয়াকফ বোর্ড আসলে কিছু মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করে। সাধারণ মুসলমানদের কোনও উপকার হয় না। বরং সরকার যদি এর দায়িত্ব নেয়, তাহলে কমপক্ষে স্বচ্ছতা থাকবে।'

তাজমহলও কি ওয়াকফ সম্পত্তি?

সম্প্রতি তাজমহল ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি কি না, তা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিছু সংগঠন দাবি করছে, এটি ওয়াকফ সম্পত্তি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অধীনে থাকা উচিত।

সুলতানা বেগম এই বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন, 'যদি সত্যিই তাজমহল ওয়াকফ বোর্ডের হয়, তাহলে তার দলিল কোথায়? আমি সেই নথি দেখতে চাই।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বংশধর। যদি তাজমহল ওয়াকফ সম্পত্তি হয়, তাহলে আমি সেটা ওয়াকফ বোর্ডকে দান করতে চাই। কিন্তু তার আগে নথিপত্র দেখা হোক।'

বুধবার গভীর রাতে লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল পাশ হয়ে গেলেও বিতর্ক থামেনি। বিরোধীরা এই বিল রাজ্যসভায় আটকে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। যদিও রাজ্যসভাতে সরকার পক্ষের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে বিরোধীদের পরিকল্পনা এঁটে উঠতে পারবে না বলেই স্পষ্ট। কিন্তু মুঘল বংশধরের মন্তব্য এই বিতর্ককে নতুন মোড় দিয়েছে। ওয়াকফ বোর্ড আদৌ সংখ্যালঘুদের কল্যাণে কাজ করছে কি না, সেই প্রশ্ন এখন সামনে চলে এসেছে।

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৩৭৮ নং এফিডেভিট বলে Sk Kaoser Ali S/o. Sk Naoser Ali ও Kaoser Ali S/o. C. Naoser সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৮৩ নং এফিডেভিট বলে Dilip Shaw S/o. Ganesh Shaw ও Dilip Show S/o. G. Ch. Show, Ganesh Sau সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Ghosh S/o. Arjun Ghosh ও Jayanta Kr. Ghosh S/o. A. Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৮১ নং এফিডেভিট বলে Chironjit Biswas S/o. Samir Biswas ও Chiranjit Biswas S/o. S. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, দঃ ২৪ পরগণা, কোর্টে ৬২১৪ নং এফিডেভিট বলে Srimanta Kumar Ghosh S/o. Chandra Mohan Ghosh ও Srimonto Kr. Ghosh S/o. C. M. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

L.I.C. এর 423898638 পলিসিতে আমার নাম মাদার আলি (ডাকনাম) পিতা- মৃত নকি মন্ডল ছিল। গত ২৮-০৩-২৫ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি টাট্টু (Tattu) মন্ডল পিতা- নকিমুদ্দিন মন্ডল নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Surjina Mondal, স্বামী-Anarul Mondal, গ্রাম মোল্লারচক, পোঃ- নটিয়াল, থানা- জলঙ্গী, বর্তমান সাগরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, Aminul Mondal আমার পুত্র, যাহার জন্ম তারিখ 24/01/2008 ভুলবশতঃ ছেলের জন্ম প্রমান পত্রে আমার নাম Surjina Bibi, স্বামীর নাম Anarul Sk এবং পুত্র Aminul Sk আছে, যার Regd. No- 34, Dt. 20/02/2008 এবং জন্ম সার্টিফিকেট নং MSD/B/064882 গত ২১/০৩/২০২৫ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিটেভিট বলে আমি সর্বত্র Surjina Mondal স্বামী Anarul Mondal পুত্র Aminul Mondal নামে পরিচিত হলাম।

ভ্রম সংশোধন

সন ২০২৪ সালের ২৬ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা গত ১৯-০১-২০২৫ তারিখে দৈনিক একদিন পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৩ নং লাইনে এ্যাডভোকেট আবুল কালাম শেখ বিজ্ঞাপিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত না হাওয়া এল.আর. ১৮৫ অকৃঃ খতিয়ান ভুক্ত ৩১ নং দাগে ০৪ শতক পুকুর এই অংশটি এল.আর ১২০ কৃঃ আগে পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা এপ্রিল। ২১ শে চৈত্র। শ্রী শ্রী মা বাসন্তি অন্নপূর্ণা পুজোর মহাসপ্তমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী রবি, ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে পাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি।। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(শ্রীশ্রী মা বাসন্তী অন্নপূর্ণা দুর্গা পূজা, চৈত্র নবরাত্রি মহাসপ্তমী কল্পারম্ভে পুজা।)

Change of Name

I, **Rohit Anand** S/o Bharat Bhushan Anand, residing at Ward No. - 19, Malancha Road, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN- 721304 shall henceforth be known as **Rohitt Anand** as declared Before the Notary at Paschim Medinipur vide Affidavit No. 1581 Dated 08/03/ 2010. **Rohit Anand** S/o Bharat Bhushan Anand and **Rohitt Anand** S/o Bharat Bhusan Anand both are same and identical person.

Change of Name

I, **Neha Mehta** W/o Rohitt Anand & D/o Ramesh Pal Mehta, residing at Dhekiya Malancha, P.O. : Nimpura, P.S.- Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur -721304 shall henceforth be known as **Garrima Anand** W/o Rohitt Anand as declared Before the Notary at Paschim Medinipur vide Affidavit No. 1543 Dated 11/03/ 2025. **Neha Mehta** D/o Ramesh Pal Mehta and **Garrima Anand** W/o Rohitt Anand both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Ankita Das, Advocate

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী অমরেন্দ্র নাথ বসু** পিতা ৺জনার্দন বসু সাকিম উত্তর কোটালপুর, গুড়প, হুগলী মহাশয় বিগত ইং ২০১১ সালে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-11/2011 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী জয়ন্ত বসু** পিতা শ্রী ধনঞ্জয় বসু সাকিম ভি.আই.পি. রোড, বালিদহ, গুড়াপ, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০১/০৪/২০১১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, সদর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2249/2011 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী কালী পদ রায়, ২)শ্রী মুক্ত রায়,** ১-২ এর পিতা ৺নিমাই চন্দ্র রায়, **৩)শ্রী শঙ্কর রায়, ৪)শ্রী সুদীপ্ত রায়,** ৩-৪ এর পিতা কালী পদ রায়, ১-৪ এর সাকিম ২৭/এ, ভট্টাচার্য্যী গার্ডেন রোড, নবগ্রাম, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং **৫)শ্রী তাপস দাসগুপ্ত** পিতা ৺রমেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত সাকিম ৩৭৫ জি.টি.রোড, ফ্ল্যাট নং ২০২, বাহির শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী মহাশয়গণকে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী বর্তমানে গুড়াপ, মৌজা গুড়াপ, ১২৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৯৫০ নং দাগে শালি জমি 40 শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)শ্রী কালী পদ রায়, ২)শ্রী মুক্ত রায়, ৩)শ্রী শঙ্কর রায়, ৪)শ্রী সুদীপ্ত রায় এবং ৫)শ্রী তাপস দাসগুপ্ত** মহাশয়গণ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **জয়ন্ত বসু**
আমমোক্তার

ভ্রম সংশোধন

গত ইং ০৭/০১/২০২৫ তারিখে একদিন পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৯৮/২০২২, দরখাস্তকারী শ্রী সঞ্জীব বসু ওরফে সঞ্জীব কুমার বসু-র বিজ্ঞপ্তিটির **"তপশীল"**-এ ভুলবশতঃ মৌজা-খলিসানী ছাপা হইয়াছে, যাহা মৌজা-১ নং খলিসানী পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

NOTICE

My client intent to purchase 1 katha 8.5 chataks of land with building at premises no 681/363A, Raja SC Mallick Road Bagha Jatin colony mouza Raipur EP no.930A SP no. 427/1 CS plot no. 435(P) 806(P), JL NO 33, old PS.- Jadavpur present Netaji Nagar 24 parganas(s) Assessment no.21090501373 ward no.99 Kolkata 92 from **Satya Gopal Bhowmik** S/O Late Prasanta Kr Bhowmik. If any person having any objection/ interest on the said property contact **Biswajit Roy Adv. 9874865466/ asassociateshc @gmail.com** within 7 days from the date of publication of this notice.

PUBLIC NOTICE

One Original Deed of Gift, dated 12-09-2014, executed by Namita Mukherjee, in favour of Subir Kumar Chattopadhyay in respect of land measuring about **2 Cottah 6 Chittak 3 Sq. ft.** or **4 Decimal** more or less lying and situated at **Mouza- Gar-Shyamnagar**, J.L. No.- 19, comprised under R.S. Dag No.- 66/330 under R.S. Khatian No.- 468, at Police Station- Jagaddal within Kawgachi-I No. Gram Panchayat under jurisdiction of A.D.S.R. Naihati in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of A.D.S.R. Naihati, recorded in Book No.-I, CD Volume No.- 23, Pages from 711 to 720, Being No.- **07065** for the year **2014**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1262** was lodged on **26-02-2024** with **Ranaghat**, Police Station in respect of said deed by my client **Pradip Kumar Sarkar**. The said deed is/was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained. **Ritu Hela (Advocate)**
Barrackpore Court, Mob: 978856804

PUBLIC NOTICE

Original Deed of Lease, registered as on dated 20-11-2013, in respect of land measuring about **4 Cottah 12 Chittak** more or less, lying & situate at **Mouza- Block- B4 (R)**, comprised **in R.S. Plot No.- 164** at **B-4/164(A), Kalyani, Nadia, Pin -741235**, under within P.S.- Kalyani, within Kalyani Municipality, jurisdiction of A.D.S.R. Kalyani in the **District- Nadia**. Said Original Deed of Lease registered as on dated 20-11-2013, was duly registered in the office of A.D.S.R. Kalyani and recorded in Book No.- I, CD Volume No.- 11, Page from 4334 to 4351, Being No.- **130304156** for the year **2013** in the name of **Sidhartha Basu** (as Lessee therein). That aforesaid deed was kept as mortgage by creating Collateral Security in our custody at **State Bank of India, Kalyani Branch,** has been lost & misplaced from us. That a General Diary being **G.D.E. No.- 126** was lodged on **03-04-2025** with **Kalyani, Police Station**, by my client **Chief Manager, S.B.I., Kalyani Branch**. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.
RAHUL KUMAR (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9831906292

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী কৃষ্ণপদ পাল, পিতা- মৃত লালমোহন পাল সাং- ঢাকুরিয়া, পো-পানপাড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, বিগত ইং ০১/০২/২০১৬ তারিখে ৬১৭নম্বর বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে বিষ্ণুপদ বিশ্বাস পিতা- গৌরচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, পিতা- গৌরচন্দ্র বিশ্বাস বিগত ইংরাজী ২১/০১/২০১৫ তারিখে ঐ অফিসে রেস্ট্রীকৃত ৩২৪ নং কোবলা মূলে খরিদ করেন শুভ বিশ্বাস, পিতা-শ্যামল রঞ্জন বিশ্বাস। উক্ত শুভ বিশ্বাস পিতা-শ্যামল রঞ্জন বিশ্বাস মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৯/০৬/২০১২ তারিখে ঐ অফিসে রেজেস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৩১৩৩ নং আমমোক্তারনামা বলে ছায়া বসাক দীগরের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হন। যাহার তপশীল জেলা- নদীয়া, এডিএস আর ও থানা-শান্তিপুর, মৌজা- ৭০ নং বুঁইচা, এল আর খতিয়ান নং ২৫১/১, এল আর দাগ নং ১২৯৯, পরিমান ৩.৩০ শতক। উক্ত ব্যক্তির মিউটিশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে শান্তিপুর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **মোনালিসা ব্যানার্জী (আইনজীবী)**

বিজ্ঞপ্তি

In the court of Ld District Delegate, Midnapore,
District-Paschim Medinipur
Ref: Probate Suit No - 42 / 2024
Tridib Mukhopadhyay .... Petitioner
VS
Tamal Mukhopadhyay & Others
.... Opposite Parties

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমত্যা ভারতী অধিকারী প্রকাশিত মুখোপাধ্যায় স্বামী- মৃত অরবিন্দ অধিকারী প্রকাশিত মুখোপাধ্যায়, ঠিকানা সাং- খাপ্রেল বাজার, পোস্ট- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর গত ইংরাজি ১৭.০১.২০২৪ তারিখ পরলোক গমন করার পূর্বে গত ইংরাজি ১০.০২.২০২১ তারিখ A.D.S.R Midnapore অফিসে ০৯/২০২১ নম্বর রেজিস্ট্রিকৃত উইল উপরোক্ত দরখাস্তকারী ত্রিদিব মুখোপাধ্যায় এবং তাহার ভাই তমাল মুখোপাধ্যায় কে অত্র মোকর্দমার তফসিল সম্পত্তিতে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। দরখাস্তকারী ত্রিদিব মুখোপাধ্যায় উক্ত উইল টি probate এর প্রার্থনায় উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত মোকর্দমা উত্থাপন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে স্বয়ং কিংবা নিযুক্ত উকিল বাবুর দ্বারা মকর্দমার ধার্য তারিখে (13.05.2025) আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি প্রদান করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

ত্রিদিব মুখোপাধ্যায় এর নামিত তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর মৌজা- চান্দিয়ানা বাজার, জে. এল. নং- ১৭০, এল. আর. খতিয়ান নং- ৯৮ আর.এস. দাগ নং ৬৫৪, পরিমান ০.০১৩০ একর (বাস্তু) মধ্যে প্রথম তল ৪১৬ বর্গফুট এবং দ্বিতল ৯২৮ বর্গফুট

তমাল মুখোপাধ্যায় এর নামিত তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর মৌজা- চান্দিয়ানা বাজার, জে. এল. নং- ১৭০, এল. আর. খতিয়ান নং- ৯৮.আর.এস দাগ নং ৬৫৪, পরিমান ০.০০৫০ একর (বাস্তু) মধ্যে প্রথম তল ২২৫ বর্গফুট এবং দ্বিতল ২৯৩ বর্গফুট

আদেশানুসারে
Laxman Sing (সেরেস্তাদার)
District Delegate Court, Midnapore
Paschim Medinipur 27.03.2025

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

//জেলা—হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া //
২০১৭ সালের ২০২ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

মহম্মদ মনির উদ্দিন দীং ...বাদী
(বনাম)
আব্দুল গফফর দীং.. বিবাদী

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে-জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত শিয়ালাগড়ী সাকিমের বাসিন্দা **মহম্মদ মনির উদ্দিন**, পিতা-মরহুম আব্দুল হাফিজ ও জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত নিয়ালা পশ্চিমপাড়া সাকিমের বাসিন্দা **রাতিকা বিবি**, স্বামী হায়াত আলি, জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-অতিরিক্ত আদালত, চুঁচুড়ায়, জেলা-হুগলীর সাবেক ধনিয়াখালি থানা, হাল-গুড়াপ থানার অন্তর্গত গোপীকান্তপুর মৌজাস্থিত হাল ২৮, ২০৭৯, ৭৭, নং দাগ ভুক্ত ও জেলা-হুগলীর থানা-পান্ডুয়ার অন্তর্গত শিয়ালাগড়ী মৌজাস্থিত হাল ৭৯০, ৫৫১, ৬৫৬, ৫২২, নং দাগ ভুক্ত সম্পত্তি লইয়া বিভাগ বণ্টন বাবদ ও অন্যান্য প্রার্থনায় ২০১৭ সালের ২০২ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন এবং ঐ মোকর্দ্দমায় **মোসাম্মত আমেনা খাতুন**, স্বামী-মরহুম জয়নাল আবেদিন, সাকিম-জামালপুর, বত্রিশবিঘা, পো: ও থানা-জামালপুর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন নং- ৭১৩৫০৮, ১৫ নং মোকাবিলা বিবাদী হিসাবে পক্ষ ভুক্ত রহিয়াছেন। উপরি উক্ত মোকর্দ্দমায় তাহার যদি কোন বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের - ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা তিনি তার ভারপ্রাপ্ত আইনজীবী মারফৎ উক্ত আাদালতে তার বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় তাহার বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

বাদীর পক্ষে
তন্ময় মুখার্জ্জী (এ্যাডভোকেট),
আদালতের আদেশানুসারে
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলী সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া সদর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

In the Court of Ld. Civil Judge (Senior Division) 1st Court at Howrah
Money Suit No. 301 of 2022

MINDRILL SYSTEMS & SOLUTIONS PVT. LTD. .... **Plaintiff**
-Vs-
ASIAN CORPUS MINING SOLUTIONS PVT. LTD. and others ..... **Defendants**

It is being informed that one **MINDRILL SYSTEMS & SOLUTIONS PVT. LTD.,** a company registered under the Companies Act, 1956, having its registered office at NH-6, Domjur Mahiary Road, Biparnapara, Police Station - Domjur, District - Howrah, Pin Code - 711411, in the State of West Bengal, being represented by its authorized representative Mr. Shaikh Ali Akbar, son of Sk. Said Islam has initiated this particular money suit against one **1) ASIAN CORPUS MINING SOLUTIONS PVT. LTD.,** a company registered under the Companies Act, 1956, having its registered office at C/o. Smt. Sunita Patel, 11/797, Manas Nagar, Rewa, Madhya Pradesh, Pin Code-486001, **2) MR. ANIL KUMAR TRIPATHI,** son of Ram Naresh Tripathi, director of Asian Corpus Mining Solutions Pvt. Ltd. of MIG-13 Bharahut Nagar, Sarna, Madhya Pradesh, Pin Code 485001 and **3) MS. REKHA PANDEY,** daughter of Indramani Tewari, director of Asian Corpus Mining Solutions Pvt. Ltd. of Suji Mauganj, Devtalab, Rewa, Madhya Pradesh, Pin Code-486001, in respect of the schedule mentioned property.
It is also informed that if the defendants does have any objection regarding this money suit they may themselves or through their Ld. Advocate can furnish their objection in the aforementioned Court within 30 (thirty) days from the publication of this notice, otherwise the particular money suit will be heard ex-parte.

SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

Asset Details in Balance Sheet as on 31/03/2021, for the Financial Year 2020-21 in the office of the defendant at C/o. Smt. Sunita Patel, 11/797, Manas Nagar, Rewa, Madhya Pradesh Pin Code-486001, which has been downloaded from ROC Site as under.

Sl. No.	Name of Assets	Type of Assets	Amount
1.	Inventories	Current Assets	19,43,274.00/-
2.	Cash in Hand	Current Assets	7,058.00/-
3.	Bank Balance at BOB	Current Assets	92,673.00/-
4.	Computer Systems (WDV Value)	Fixed Assets	55,333.00/-
5.	Office Equipment	Fixed Assets	9,720.00/-
	Total		**21,08,058.00/-**

The Bank details are as under :-

Sl. No.	Assets Name	Type of Assets
1.	Bank Account	Bank of Baroda, Branch Rewa (M.P.), India - 486001
		A/c Holder: Asian Corpus Mining Solutions Pvt. Ltd.
		Account No. 26510200000915
		Type of Account : Current A/c.
		IFSC Code: BARBOREWAXX
		MICR Code: 486012001

Date : 19.03.2025

By Order
Partha Mukherjee
Sheristhadar, Civil Judge (Senior) Division, 1st Court at Howrah

নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যে ডিএসআর-।।, হাওড়া নিবন্ধিত বুক-।, ভলিউম ০৫১৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৭৮৭১৩ থেকে ৭৮৭৪৩, নং ০৫১৩০২৫১৮, বছর-২০২৪ দলিলের মাধ্যমে **নেক্সটেল ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড, অনুমোদিত স্বগ্ধক্ষরকারী শ্রী সুশিল কুমার বান্থিয়া পিতা কানহাইয়ালাল বান্থিয়া, ২১ এ সুলতান আলাম রোড সুইস রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নম্বর ৩এ, পোস্ট ও থানা চারু মার্কেট কলকাতা,** সাবেক দাগ ৩৯১ হাল দাগ ৪০১ হাল খতিয়ান ৩২৯৫, ৩২৯৬, ৩২৯৭ এবং ৩২৯৮, মৌজা-সলপ, জেএল ৫২, থানা-ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া পিন-৭১১৪০৯ এর অধীনে ৬.৬৭২০ শতক ১) দুর্গা দেবী শাও, স্বামী শ্রী কৃপানাথ শাও ওরফে কৃপানাথ জয়সোয়াল, ২) রিকি শাও ওরফে রিকি জয়সোয়াল, পিতা শ্রী কৃপানাথ শাও ওরফে কৃপানাথ জয়সোয়াল, ৩) রোহিত শাও ওরফে রিকি জয়সোয়াল, পিতা শ্রী কৃপানাথ শাও ওরফে কৃপানাথ জয়সোয়াল দ্বারা গঠিত অ্যাটর্নি আযিযুল ইসলাম সর্দার, পিতা মরহুম ফজলুল ইসলাম সর্দার, গ্রাম খান্তোরা পূর্বপাড়া, পোস্ট-খান্তোরা, থানা-ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪১১, ডিএসআর-।।, হাওড়া নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিযুক্ত এবং বই-।, ভলিউম ০৫১৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ২৪৩২৫ থেকে ২৪৩৪২, নং ০৫১৩০০৫৪৯, বছর-২০২৪ এ নথিভুক্ত-এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। যে কোন ব্যক্তির উপরোক্ত সম্পত্তির উপর যেকোন ধরনের আপত্তি, দাবি, যে কোন প্রকৃতির দাবি থাকলে উপযুক্ত নথি সমেত **ডোমজুড় বিএল অ্যান্ড এলআরও, হাওড়া** অফিসে জানাতে হবে। এই প্রকাশনার তাৎক্ষনিক পর ব্যর্থ হলে এমন কোন দাবি / আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

ধন্যবাদান্তে
আপনাদের বিশ্বস্ত
স্নিগ্ধা বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট)
৭/২ বীরপাড়া লেন, পুষ্কর অ্যাপার্টমেন্ট
২য় তল, ফ্ল্যাট নং. ৩সি, কলকাতা-৭০০০৩০
মোবাইল নং. ৬২৯১৩৬৮৯৫৯
Email ID : rpassociates2k22@gmail.com

মন্ত্রীসভার জেল-সহ তৃণমূলের তহবিল থেকে শিক্ষকদের বেতন ফেরত দেওয়ার দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঁথিতে নিজের দলীয় কার্যালয় থেকে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেন, 'তৃণমূলের মন্ত্রীসভার জেল হওয়া উচিত এবং চাকরি হারানো ১৯ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর বেতন তৃণমূলের নির্বাচনী তহবিল থেকেই মেটাতে হবে।' একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে দুর্নীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং রাজ্য সরকার নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে আদালতের রায়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।' এখানে থেমে থাকেননি বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু বলেন, 'মন্ত্রী সভার জেল চাই। এটাই বাংলার আওয়াজ। এই সরকারের মন্ত্রীদের জেলে পাঠানো দরকার। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি, চাকরি বিক্রি কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে সারদা-নারদা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তৃণমূল লুটপাট করেছে। মুখ্যমন্ত্রীসহ পুরো মন্ত্রীসভাই এর দায় এড়াতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূলের দুর্নীতি এতটাই বেড়েছে যে সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের টাকা লুট করে নিজেদের তহবিল ভর্তি করেছে। এসএসসি দুর্নীতি থেকে প্রাপ্ত টাকা নির্বাচনী তহবিলে ঢুকেছে। তৃণমূলের তহবিলে থাকা ১৬০০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে সেই টাকা চাকরি হারানো শিক্ষকদের বেতন বাবদ ফেরত দিতে হবে। তৃণমূল টাকা খেয়ে চাকরি দিয়েছে, আবার সেই চাকরি কেড়ে নিয়েছে। এখন তাদের দায়িত্ব টাকা ফেরত দেওয়া।' তিনি আরও বলেন, 'চাকরিপ্রার্থীদের লড়াইয়ে আমরা তাদের পাশে আছি। আমরা চাই আদালত যেন চূড়ান্ত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী চাকরি ফেরানোর পথ সুগম করতে হবে।' এদিন রায়ের পর শুভেন্দু অধিকারী সিবিআই এবং বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অনেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। চাই না একটি দুর্ঘটনাও ঘটুক। আমরা রাজনৈতিকভাবে এই রায়কে ব্যবহার করব না, তবে যথাযথ পদক্ষেপ নেব।'

এসএসসি দুর্নীতি যোগ্যদের বলি, তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রীম কোর্ট বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের স্কুল সার্ভিস কমিশনের মামলায় রায় ঘোষণা করে। ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) পুরো প্যানেল বাতিলের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তিনি।

শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, 'মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট বারবার এসএসসি-কে যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা পৃথক করার সময় দিয়েছে। কিন্তু ৫ই মে ২০২২, রাজ্য সরকার বেআইনিভাবে সুপারনিউমারারি পদ তৈরি করে অযোগ্যদের রক্ষা করতে চেয়েছে।' তিনি জানান, সে সময় বিজেপি বিধায়কদের প্রতিনিধি দল নিয়ে এসএসসি ভবনে গিয়ে সঠিক তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছিলেন। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, সরকার অযোগ্যদের রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে, ফলে শেষ পর্যন্ত যোগ্যদের বলি দেওয়া হল। তাঁর সাফ কথা, 'অর্থের বিনিময়ে চাকরিপ্রাপ্ত অযোগ্যদের বাঁচাতে যোগ্যদের বিপদে ফেলা হল। এর সম্পূর্ণ দায়ভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।' শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

জিআই'এর তকমা নলেন গুড়ের সন্দেশ, বারুইপুরের পেয়ারা'কে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নলেন গুড়ের সন্দেশ, বারুইপুরের পেয়ারা-সহ রাজ্যের সাতটি নতুন পণ্য একসঙ্গে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই তকমা পেয়েছে। এই স্বীকৃতি পণ্যগুলির বিপণনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগেও দার্জিলিং চা, সুন্দরবনের মধু, জয়নগরের মোয়া সহ রাজ্যের বহু পণ্য জি আই তকমা পেয়েছে। এবার যে সাতটি পণ্য এই স্বীকৃতি পেল সেগুলি হল,নলেন গুড়ের সন্দেশ, কামারপুকুরের সাদা বোঁদে, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, বিষ্ণুপুরের মতিচুরের লাড্ডু, রাঁধুনিপাগল চাল, বারুইপুরের পেয়ারা এবং মালদহের নিস্তারি সিল্ক সুতো। গত বছরই খাদ্য, হস্তশিল্প, বস্ত্র, কৃষি-সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ২৪টি পণ্যের জন্য জিআই স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। আবার, তিনশোর বেশি আবিষ্কারের পেটেন্ট হাসিল করার করেছে। এই দুই ক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দুটি ন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদ। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে রাজ্য বিজ্ঞান দফতরের সচিব বিজয় ভারতীর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

নারী শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত কুসুম কুমারী কাঁড়ার

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: পরাধীন ভারতে নারীদের শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছিলেন সাঁকরাইলের বাসিন্দা স্বর্গীয়া কুসুম কুমারী কাঁড়ার। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি উপেক্ষা করে তিনি ১৯০৫ সালে নিজের জমি দান করে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

সেই সময়ে নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া ছিল একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু ছোটবেলায় স্বয়ং শিক্ষার সুযোগ না পেলেও কুসুম কুমারী দেবী উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষার অপরিহার্যতা। স্বামীর ব্যবসার সূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর, যা তাঁকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি এনে দেয়। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তিনি স্থির করেন যে সমাজের মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলবেন। ১৯০৫ সালে নিজের অর্থ ব্যয়ে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষকদের বেতনও নিজেই বহন করতেন। প্রাথমিকে এটি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছিল, পরবর্তীকালে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি 'কুসুম কুমারী গার্লস প্রাইমারি স্কুল' নামে প্রি-প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত চালু রয়েছে। একই ভবনে বেলা বেলায় 'সাঁকরাইল গার্লস হাই স্কুল' পরিচালিত হয়, যেখানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক সুব্রত কুমার পাহাড় বলেন, 'আমাদের সময়ের একজন নারী, যখন নারীদের শিক্ষার কথা কল্পনাও করা যেত না, তখন তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমাজ যখন নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিল না, তখন তিনি নিজের সবকিছু উজাড় করে শুধুমাত্র নারীদের শিক্ষার জন্য নিবেদিত হয়েছিলেন। এই ত্যাগ, এই সাহসিকতা তাঁকে সত্যিকারের পথপ্রদর্শক করে তুলেছে। তিনি কেবল একটি বিদ্যালয় নয় বরং একটি শিক্ষার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।'

কুসুম কুমারী কাঁড়ারের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি ৩০ মার্চ তার মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের সময় যে ইংরেজ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের আসল প্রস্তরের চিত্র আজও সংরক্ষিত আছে। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাই এস. সি. বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন, যার স্মারক ফলক এখনও বিদ্যালয়ের প্রাচীরে উজ্জ্বল। কুসুম কুমারী কাঁড়ারের নাতি প্রজিত কাঁড়ার বলেন, 'এই বিদ্যালয় আজ ১২০০-র বেশি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে। প্রাথমিক বিভাগে ১১০০ এবং উচ্চ

সাঁকরাইল

বিদ্যালয়ে প্রায় ১০০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। যখন বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শিক্ষক এবং অন্যান্য খরচ বাবদ দুই টাকা ব্যয় করতে হতো। প্রথমদিকে বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অল্প, কিন্তু ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়টি আজ সরকারি অনুদান পেলেও, সেই সময়ে এটি একেবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চলত। আমার ঠাকুমা নিজের জায়গা দিয়ে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আজও আমাদের গর্বের বিষয়।' স্থানীয় শিক্ষকদের মতে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন নারী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তেমনই কুসুম কুমারী কাঁড়ার নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালনা কমিটি জানিয়েছে, আগামী দিনে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। ধাপে ধাপে পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আশাবাদী তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ এপ্রিল ২০২৫, ২১ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার

একসঙ্গে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি যেতে সমস্যা হতে পারে উচ্চ মাধ্যমিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে এর আগের শুনানির সময় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, এতজন শিক্ষকের চাকরি একসঙ্গে বাতিল হলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় বড় প্রভাব পড়বে। এরপর বৃহস্পতিবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় ঘোষণা করে। ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাস বাদ দিয়ে বাকি ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। এত জনের চাকরি বাতিলের প্রভাব বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়বে কি না তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এদিকে সদ্যই শেষ হয়েছে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পড়ুয়াদের খাতা দেখার কাজও শুরু হয়েছে। তাহলে এই এতজনের চাকরি বাতিলের প্রভাব এই খাতা দেখায় পড়বে কি না তা নিয়েও তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জেলাগুলি থেকে হামেশাই উঠে আসে শিক্ষক

নেই। বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। এর মধ্যে এই রায় কি প্রভাব ফেলবে? ইতিমধ্যেই জানা যাচ্ছে, ফরাক্কা অর্জুনপুর হাই স্কুলের মোট শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ৬০ জন। তাঁদের মধ্যে ৩০ জনের চাকরি চলে গিয়েছে। বাতিল হওয়া শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা বাদ দিলে এখন মোট শিক্ষক ও শিক্ষিরার সংখ্যা ২৪ জন। একা মুর্শিদাবাদ নয়, গোটা জেলাতেই এই একই ছবি।

এ দিন, ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের সুপ্রিম নির্দেশের পরই তড়িঘড়ি অ্যাকশনে নামে নবান্ন। জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসছে রাজ্যের শিক্ষা দফতরে। যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ করা হবে, বলে জানিয়েছেন শিক্ষাসচিব বিনোদ কুমার। তবে পরীক্ষার খাতা দেখার বিষয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই চাকরি যাওয়া একটু এফেক্ট তো পড়েবেই। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চাকরি বাতিলের সুপ্রিম নির্দেশের দিনই আদালতে জামিন চাইলেন পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতি অভিযোগ তুলে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি বাতিল হয়েছে প্রায় ২৬ হাজারের। কারা যোগ্য-কারা অযোগ্য তার পৃথকীকরণ সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছে কোর্ট। এরপরই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন চাকরিহারারা। আর যে দিন, এই রায় দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত, সেই দিনই বিশেষ সিবিআই আদালতে জমিনের আবেদন করেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলে খবর। সেখানে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আইনজীবী বলেন, তাঁর মক্কেল নির্দোষ। যে কোনও শর্তে জামিন দেওয়া হোক তাঁকে। এর আগে এই পার্থকে 'দুর্নীতির মাস্টার মাইন্ড' বলেছিল সিবিআই। এদিন কোর্টে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী বলেন, 'আমার মক্কেল ওএমআর শিট নষ্ট করেননি। ওএমআর শিট নষ্টের ক্ষেত্রে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। সিবিআই তাদের প্রথম চার্জশিটে ওএমআর শিট নষ্ট করার জন্য একটি সংস্থাকে যুক্ত করেছিল। সেই চার্জশিটে আমার মক্কেলের ভূমিকা রয়েছে বলে জানানো হয়নি।' আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী আরও বলেন, 'আমার মক্কেল আড়াই বছরের বেশি

সময় ধরে জেল হেফাজতে রয়েছেন। এই মামলায় পরে গ্রেপ্তার হয়েও অনেকে জামিন পেয়েছেন। দীর্ঘদিন সিবিআই আমার মক্কেলকে জেলে গিয়ে কোনও জিজ্ঞাসাবাদও করেনি। যে কোনও শর্তে জামিন দেওয়া হোক।' এরপরই বিচারক শুভেন্দু সাহা, সিবিআই-এর আইনজীবীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের নতুন করে কিছু বলার আছে?', সিবিআই আইনজীবী জানান, তাদের কিছু বলার নেই। প্রসঙ্গত, পার্থর জামিনের আবেদনের শুনানিতে আগের দিন সিবিআই আদালতে দাবি করেছিল পার্থর নির্দেশেই ওএমআর নষ্ট করা হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে এমন মন্তব্য পার্থর আইনজীবীর। পার্থর জামিন নিয়ে এবার জল্পনা তুঙ্গে।

সুপ্রিম নির্দেশে চাকরি বাতিল, আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬ হাজার চাকরি বাতিল। এই তরুণ তরুণীরা কোথায় যাবেন? আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের। তিনি বলেন, 'বুক আমাদের ফেটে যাচ্ছে। এই ২৬ হাজার ছেলেমেয়ে কোথায় যাবে? তাই আমি বলছি, যারা যোগ্য রয়েছে, তাদের সুযোগ দিয়ে, ইন্টারভিউ নিয়ে, কাজপত্র দেখে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। না হলে আমরা আন্দোলনে নামব। অন্তত মানবিক দিক থেকেই বিচার করা হোক।'

এদিকে এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারির দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, 'হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট বারবার যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করার জন্য সময় দিয়েছে। ২০২২ সালের ৫ মে, সরকার অযোগ্যদের বাঁচানোর জন্য বেআইনিভাবে সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করেছিল। অর্থের বিনিময়ে চাকরিরত অযোগ্যদের বাঁচাতে যোগ্যদের বলি দেওয়া হল।' তাঁর কথায়, 'এর সম্পূর্ণ দায়ভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই দায় নিয়েই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।' যদিও বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই রায় পুনরায় বিবেচনা করার মতো সুযোগ আছে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে হবে। সব দিক থেকে বিচার করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে আরও বড় বেঞ্চে গেলে হয়তো পুনরায় বিবেচনা হবেন। পুরো রায় না দেখে মন্তব্য করব না।' মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিরোধী দলনেতার দাবি অবান্তর। কেন্দ্রে বিরুদ্ধে অনেক রায় হয় তাহলে কি প্রধানমন্ত্রী কে গ্রেপ্তার করতে হবে। বিরোধী দলনেতা ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।'

কাঁচরাপাড়া স্টেশনে 'অর্জুন সেনা'র তরফে মিষ্টি বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রিয় নেতার আদর্শ মেনে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মীরা 'অর্জুন সেনা' নামক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। লক্ষ্য, মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। বুধবার ৬৩ তে পা দিয়েছেন জননেতা অর্জুন সিং।তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন কামনা করে বৃহস্পতিবার অর্জুন সেনার তরফে কাঁচরাপাড়া স্টেশনে এবং স্টেশনের রাত কাটানো অসহায় মানুষজন এবং হকার ভাইদের মধ্যে মিষ্টি বিলি করা হয়। এই ধরনের সেবামূলক কর্মসূচি নিয়ে 'অর্জুন সেনা' অন্যতম কর্ণধার তথা বিজেপি নেতা সন্তোষ রায় বলেন, প্রিয় নেতা অর্জুন সিংয়ের কাছে সাহায্যের জন্য কেউ গেলে খালি হাতে ফেরেন না। তাই ওনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে কাঁচরাপাড়া স্টেশনের গরিব মানুষজনকে মিষ্টি মুখ করানো হয়। তিনি বলেন, গরমের হাত থেকে মৃদু স্বস্তি দিতে জলছত্র করা হবে। তাছাড়া রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হবে। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ওপার বাংলার মতোই এপার বাংলায় কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে সনাতনীদের ওপর আঘাত করা। এমনকি রামনবমীর শোভাযাত্রা বের করতে নাকি এবার পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। এই তো বাংলার অবস্থা। অপরদিকে বীজপুর মন্ডল-২ এর আহ্বায়ক সজল কর্মকার বলেন, অর্জুন সিং শুধু লড়াকু নেতা নন, উনি ব্যারাকপুরে জনতা পার্টির স্তম্ভ বটে। দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে মিষ্টি বিলির পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে প্রিয় নেতার পাশে থাকার আহ্বান করলাম। সনাতনীদের রক্ষার্থে শুভেন্দু অধিকারী ও অর্জুন সিং-দের লড়াইতে সকলকে পাশে থাকার বার্তা দিলাম। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুরে অর্জুন সিংয়ের জনসমর্থন ব্যাপক। সেই জনসমর্থনকে শাসকদল ভয় পাচ্ছে। তাই ওনাকে আটকানোর চেষ্টা চলছে। বীজপুর মন্ডল-৩ যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার বলেন, লড়াকু নেতার দীর্ঘায়ু কামনা করে ওনার হাত শক্ত করার ডাক দিলাম। যাতে বাংলা থেকে তৃণমূল সরকার বিদায় নেয়। এদিনের সেবামূলক কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন সুশীল আগরওয়াল, রাজু দাস, সনু সাউ, সঞ্জীব ঘোষ, শুভ্র দাস, ভারতী মন্ডল প্রমুখ।

সুশ্রীতা সোমেনের মামলায় আদালতে ভর্ৎসিত রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতে ফের মুখ পুড়ল রাজ্য পুলিশের। এআইডিএসও নেত্রী সুশ্রীতা সোরেনের মামলায় এবার আদালতে এবার কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করা হল পুলিশকে। হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, 'মেদিনীপুর মহিলা থানা ঠিক নয়, ডিজিকে বলুন ব্যবস্থা নিতে। নাহলে আমি কড়া নির্দেশ দিতে বাধ্য হব।' এর পাশাপাশি বিচারপতির এদিন এও বলেন, 'সিসিটিভি ফুটেজ আমি দেখেছি। নির্যাতনের প্রমাণ আছে। কাউকে আটক বা গ্রেফতার করে অত্যাচার করা এবং সেই অত্যাচার করে উল্লসিত হওয়াটা চলতে পারে না। থানায় মোম দেখা গিয়েছে।'

এরপরই রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, 'কাগজ সিল করা, মশার ধূপ জ্বালানোর জন্য মোম ছিল।' একইসঙ্গে বিচারপতি এ প্রশ্নও তোলেন, 'আই জি পি-কে সম্পূর্ণ ফুটেজ দেওয়া হয়নি কেন তা নিয়ে। আর এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এও জানান, ১৭ ঘণ্টার মধ্যে ১৩ ঘণ্টার ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। চার ঘণ্টার দেওয়া ফুটেজ দেওযা হয়নি। এরই পাশাপাশি বিচারপতির প্রশ্ন, 'চুলের মুঠি কেন ধরা হয়েছিল?' এর পাশাপাশি এসএফআই নেত্রী সুচরিতা দাসের মামলায় মুরলিধর শর্মা-কে সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডিজিটাল নথি খতিয়ে দেখতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত। সম্প্রতি রিপোর্ট দিয়েছেন মুরলিধর শর্মা।

প্রসঙ্গত, যাদবপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বামপন্থী সংগঠনগুলো। সেদিনই মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার লকআপে ঘটে যায় নৃশংস ঘটনা! প্রতিবাদে সামিল হওয়ায় এআইডিএসও -র মহিলা সদস্যের ওপর অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে। মোমের ছ্যাঁকা থেকে শুরু করে চুল ধরে শূন্যে উঁচু করে পায়ের তলায় মার দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেন এআইডিএসও-র নিগৃহীত চার মহিলা কর্মী সমর্থক। সাংবাদিক বৈঠক করে প্রথমে লকআপে পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগ সামনে আনেন তাঁরা। এমনকি নিগৃহীতারা রাজ্যের একাধিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঘোরার পরও, তাঁকে চিকিৎসা করে কোনও ইনজুরি রিপোর্ট দেয়নি বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। আদালতেও সেই বিষয়টি এদিন তুলে ধরা হয়।

মানবিকতার খাতিরে বহাল রইল সোমা দাসের চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, 'কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করছি না।' তবে বহাল থাকল সোমা দাসের চাকরি। মানবিক কারণে তাঁর চাকরি বহাল রেখেছে কোর্ট।

২০১৬ সালে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছিলেন সোমা দাস। তাঁর অভিযোগ ছিল নিয়োগের মেধাতালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁকে চাকরি দেওয়া হয়নি। এরপর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হয় হাইকোর্টে। তার মধ্যেই ২০১৯ সালে ক্যানসার ধরা পড়ে তাঁর। সেই বছর ফেব্রুয়ারি থেকে ব্লাড ক্যানসারে ভুগছেন বীরভূমের নলহাটির মেয়ে সোমা। তবে লড়াই ছেড়ে দেননি তিনি। চাকরির দাবিতে রোদ-ঝড়-জল-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অসুস্থ সোমা দিনের পর দিন কলকাতার রাজপথে ধরনায় সামিল হতে দেখা যায় তাঁকে। এদিকে এরপর দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই ২৬ হাজারের চাকরি বাতিল হয়। তবে মানবিক কারণে বহাল রাখা হয় সোমার চাকরি। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, 'আমি শুনেছি সোমা দাস চাকরি করবেন।' সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়েছে, সোমা ছাড়া বাকি কোনও প্রতিবন্ধীদের কোন বাড়তি সুবিধা নয়। তারাও পরীক্ষা দেবেন।

একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র-সহ কার্তুজ হাতে যুবকের ছবি ভাইরালে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র-সহ কার্তুজ হাতে নিয়ে যুবকের ছবি ভাইরাল ঘিরে জোর বিতর্ক দানা বেঁধেছে নৈহাটিতে। এমনকি নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং পুরসভার সিআইসি রাজেন্দ্র গুপ্তার সঙ্গে থাকা ওই যুবকের ছবিও সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আর পোস্ট হওয়া এই ছবি ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক চাপান-উতোর। সূত্র বলছে, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভাইরাল হওয়া যুবক সাহিল যুবক আলম উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কিন্তু নৈহাটি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের গৌরীপুর অঞ্চলে এখন সাহিল থাকে। সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবির বিষয়ে বিজেপির নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক বিনোদ গোন্ড

বলেন, ছবিটা পুরানো হলেও, সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় ও পুরসভার সিআইসি রাজেন্দ্র গুপ্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের ছবিও সমাজ মাধ্যমে দেখা গিয়েছে। তাঁর দাবি, দলের সঙ্গে যুক্ত আছে বলেই ছেলেটি পুরপ্রধান ও সিআইসি-র পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সাহস পেয়েছে। যদিও নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে বৃহস্পতিবার নৈহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রশাসনকে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। তাঁর দাবি, সাহিল নামে ছেলেটির সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। দলের মিটিং মিছিলে ওকে কোনওদিন দেখা যায়নি।

বেলঘড়িয়ায় তৃণমূল কর্মী খুনে ধৃতদের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলঘড়িয়া থানার কামারহাটি পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজীবনগর ক্যানেল রোড এলাকায় তৃণমূল কর্মী মহম্মদ এনায়েতুল্লাহ ওরফে রেহান খানকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, মদের আসরে রেহানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ ইতিমধ্যেই চারজনকে পাকড়াও করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম অভিজিৎ দাস ওরফে অভি, অমর মন্ডল, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ওরফে ঋজু ও সুশান্ত রায়। সূত্র বলছে, ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজ রব্বানি ভিন রাজ্যে পালিয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কি কারনে রেহানকে খুন করা হল এবং এই ঘটনায় আরও কারা জড়িত। প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে বাড়ির পাশেই দলীয় কার্যালয়ের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছিলেন তৃণমূল কর্মী রেহান খান। তাঁকে উদ্ধার করে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

মোথাবাড়ি ঘটনায় কেন্দ্রকেও হলফনামার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার মালদা মোথাবাড়ি ঘটনায় রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রকে হলফনামা জমা দিতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে মোথাবাড়ি মামলার শুনানি ছিল বৃহস্পতিবার। এদিন গোটা ঘটনায় রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য। এদিন শুনানির সময়ে কেন্দ্রের তরফে এএসজি বলেন, 'চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। বেলডাঙ্গা ঘটনায় আমরা আদালতে জানিয়েছিলাম। রাজ্য সরকার যে বলছে আমাদের ভূমিকা নেই, এটা ঠিক না। এটা খুব সিরিয়াস ইস্যু।'

গত সোমবার থেকে অশান্ত মালদার মোথাবাড়ি। বৃহস্পতিবার অশান্তি চরমে ওঠে। দোকান এবং গাড়িতে ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। পাল্টা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। ছটি মামলা রুজু করে পুলিশ। সেই ঘটনার জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গত শুক্রবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, ঘটনাটি স্পর্শকাতর, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। বিচারপতিরা এও বলেন, 'এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।' কিন্তু এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে এএসজি সওয়াল করেন, পরিস্থিতি এমন, চাইলে মোথাবাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

রাত দখল অভিযানে ধৃত আরও এক আন্দোলনকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলোত্তমা-কাণ্ডের প্রতিবাদে 'রাত দখলের' অভিযানে নেমেছিল গোটা রাজ্য। কলকাতার একাধিক জায়গার মতো যাদবপুরেও বহু মানুষ আন্দোলনে নেমেছিলেন। রাত দখলের সেই অভিযানে এবার দেশবিরোধী স্লোগান লেখার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক আন্দোলনকারী। নাম চয়ন সেন।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর যাদবপুর ৮বি বাস স্ট্যান্ডের কাছে দেশবিরোধী স্লোগান লেখার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, টাওয়ার ডাম্পিং পদ্ধতিতে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। বুধবার থানায় তলব করা হয়েছিল চয়নকে। এরপর দীর্ঘক্ষণ জেরাও করা হয় তাঁকে। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার হয়। ধৃত চয়নের সঙ্গে নকশালপন্থী আন্দোলনের যোগ রয়েছে বলে পুলিশের কাছে বিশেষ সূত্রে খবর রয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে লালবাজার সূত্রে।

প্রসঙ্গত, এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট মোবাইল টাওয়ারের অধীনস্থ এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে কোন কোন মোবাইলের নম্বরে ফোন গিয়েছে বা এসেছে, তা চিহ্নিত করা হয়। এরপর প্রত্যেকটি নম্বরের সূত্র ধরে তাঁদের কথাবার্তা ট্রেস করা হয়। অর্থাৎ কার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, কতক্ষণ কথা, যে ফোন করেছে তাঁর পরিচয় কী, কাকেই বা ফোন করা হয়েছে, সবটা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। এই ফোন নম্বরের মাধ্যমে অভিযুক্তকে খুঁজে বের করাকেই টাওয়ার ডাম্পিং পদ্ধতি বলে।

রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি এগিয়ে আনায় উদ্বিগ্ন শিক্ষা মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি ৩০ এপ্রিল থেকে শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রীষ্মের তীব্রতা ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, এই অকাল ছুটির কারণে পাঠ্যক্রমে কতটা প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে শিক্ষা মহলে।

গত বছর ৯ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি নির্ধারিত থাকলেও, তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে ২১ এপ্রিল থেকেই ছুটি পড়ে যায় এবং তা ২ জুন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফলে কার্যত প্রায় দুই মাস স্কুল বন্ধ ছিল। এবারও চৈত্র মাস থেকেই রাজ্যে অসহনীয় গরম পড়েছে, যা স্কুল পড়ুয়াদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। তবে, দীর্ঘমেয়াদী ছুটি স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, সে বিষয়টি বিবেচ্য। শিক্ষকদের একাংশের মতে, লম্বা ছুটির কারণে পাঠ্যসূচি শেষ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এক শিক্ষকের কথায়, 'প্রায় দুই মাস ছুটি থাকলে পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। বিশেষত, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।' বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু ছুটি ঘোষণা করলেই সমস্যা মিটবে না,

বরং এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব প্রকট হচ্ছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে চায়, তবে প্রান্তিক এলাকার স্কুলগুলিতে সে সুযোগ নেই। কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ মনে করছেন, দীর্ঘ ছুটির পরিবর্তে সময় বদলে ক্লাস নেওয়া যেতে পারে। সকালে বা সন্ধ্যায় ক্লাসের সময় নির্ধারণ করলে পড়ুয়ারা গরমের কষ্ট থেকে রক্ষা পেতে পারে, পাশাপাশি পড়াশোনার ক্ষতিও কম হবে। গরমের ছুটি পড়ুয়াদের জন্য স্বস্তির হলেও, শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক পরিকাঠামো বিবেচনা করে এর পরিকল্পনা করা দরকার। পরিকল্পিত পরিবর্তন ছাড়া শুধু ছুটি এগিয়ে আনলে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের উপর বাড়তি চাপ পড়বে। তাই, সরকারের উচিত এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা, যাতে পড়াশোনার ক্ষতি না হয় এবং গরমের কষ্টও কমানো যায়।

সম্পাদকীয়

কোনও না কোনও একদিন অবস্থা ফিরবে, এ তত্ত্বেই কি সিলমোহর পড়ে গেল!

অর্থ মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে যে, দেশের ভান্ডারে এখন যত বিদেশি মুদ্রা রয়েছে, তা দিয়ে আগামী এগারো মাসের আমদানির খরচ মেটানো সম্ভব। কথাটি মিলিয়ে দেখার জন্য সামান্য ওয়েব সার্চই যথেষ্ট। দেখা যাবে, ২০২৪ অর্থবর্ষে ভারতের মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭২০ বিনিয়ন ডলারের কাছাকাছি; অর্থাৎ, এগারো মাসে আমদানির গড় ব্যয় ৬৬০ বিলিয়ন ডলার। আর, এই মুহূর্তে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারে রয়েছে ৬৫৮ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং, অর্থ মন্ত্রকের রিপোর্ট মোটেই মিথ্যা বলছে না। অন্য দিকে, বিরোধীরা দাবি করছেন যে, ভারতে প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধির হার (অর্থাৎ টাকার অঙ্কে মজুরি বৃদ্ধির হারের থেকে মূল্যস্ফীতির হার বাদ দিলে যা থাকে) অত্যন্ত কম। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা এই কথার সাক্ষী দেবে; ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারতের বেতনভোগী পুরুষ-শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমেছে ৬.৪ শতাংশ, মহিলাদের ক্ষেত্রে কমেছে ১২.৫ শতাংশ; স্বনিয়োজিত কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় কমেছে আরও অনেক বেশি হারে। অর্থাৎ, বিরোধীদের দাবিও তথ্য-সমর্থিত; এবং, তাতে যে ছবিটি ফুটে উঠছে, তা ভয়াবহ; আর্থিক সুস্বাস্থ্যের দাবির সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। প্রশ্ন হল, একই অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে একই সঙ্গে এমন বিপরীতমুখী ছবি সত্য হয় কী ভাবে? অর্থব্যবস্থার দিকে কে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাচ্ছেন, তার উপরে নির্ভর করে যে, তিনি কী দেখবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিকোণটি গত এক দশক ধরেই পরিচিত; তাঁরা ট্রিকল ডাউন তত্ত্বে বিশ্বাসী, অর্থাৎ অর্থব্যবস্থায় বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে তা নিজের জোরেই চুইয়ে নামবে সর্বনিম্ন স্তরে। তার জন্য সরকারের বিশেষ কিছু করণীয় নেই, শুধু বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ বজায় রাখতে পারলেই যথেষ্ট। সে দিক থেকে দেখলে, কেন্দ্রীয় সরকার যা বলছে, তা ঠিক; মূল্যস্ফীতির হার আপাতত নিয়ন্ত্রণে, বিদেশি বিনিয়োগও আসছে, অতএব আজ না হোক পরশুর পরের দিন সেই বৃদ্ধির সুফল নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে। উদ্বিগ্ন না হয়ে অমৃতকালের প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করাই শ্রেয়।

শব্দবাণ-২৩৭

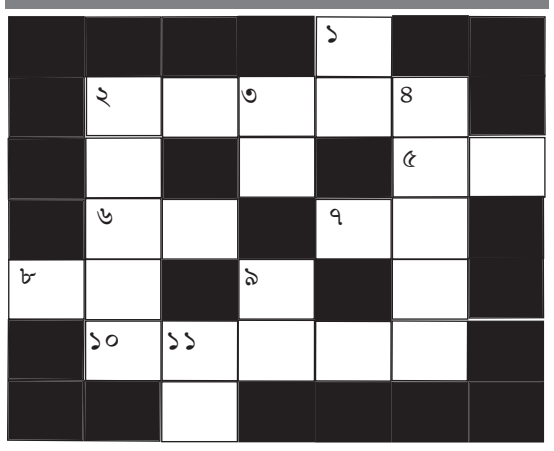

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. আঁচিল ৫. অন্ত, সীমা ৬.শিব ৭ .মুগুরজাতীয় অস্ত্র ৮. কেরোসিন ডিবে ১০. তারপর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বর্ণ ২. উপস্থাপন করা হয়েছে এমন ৩. অর্থ ৪. বণিক, বড়ো ব্যবসায়ী ৯. জ্ঞান ১১. সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ আলংকারিক ও লেখকবিশেষ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩৬

পাশাপাশি: ১. পাতশা ৩. গোমেদ ৫. রসিত ৬. ঘট্টন ৭. ঠাকুর ৯. চালতা ১১. দিঘল ১২. নম্বর।

উপর-নীচ: ১. পাথর ২. শাশ্বত ৩. গোবাঘ ৪. দর্শন ৭. ঠানদি ৮. রসাল ৯. চাপান ১০. তাসের।

জন্মদিন

আজকের দিন

অসীম দাশগুপ্ত

১৮৮৯ *বিশিষ্ট লেখক মাখনলাল চতুর্বেদির জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ অসীম দাশগুপ্তের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট হিন্দু গুরু রাধে মার জন্মদিন।*

ভারতীয় রাজনীতিতে শুধুই ‘জয় হে’ ধ্বনিত হোক

শুভজিৎ বসাক

ভারতীয় দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রাজ্য-রাজনীতির দর্শন বিষয়ে প্রসারিত ভাবনায় আলোকপাত করাতে পারে কিন্তু বর্তমানে এর চর্চার অভাবে ভারতে ভীষণই কঠিন সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। সেরকমই কিছু ঘটনা হল- মিথিলার জনকরাজের রাজসভায় চলছে সীতার সয়ম্বর সভা। সভার মাঝখানে রাখা আছে সুসজ্জিত কাপড়ের ওপরে মহাদেবের হরধনু যা কেবলমাত্র তুলে তার সুতো পরাতে পারলেই সীতা সেই বিজয়ীর গলায় বরমাল্য দেবে এমনই প্রস্তাব রাখা হয়েছিল সেই সভায়। ভারতের বিখ্যাত পরাক্রমী সব রাজারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন লঙ্কারাজ শিববরপ্রাপ্ত দশানন রাবণ যাঁর পরাক্রম ততদিনে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে বিশ্বামিত্র মুনি ও লক্ষ্মণের সাথে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র। রামচন্দ্রের তারকা রাক্ষসী বধ ততদিনে মিথিলা অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। সীতাও মনে মনে ঈশ্বরের কাছে রামচন্দ্রের জয়ই কামনা করছিলেন। সবার কাছে এই পণ যেন নিছকই সামান্য মনে হলেও ইতিমধ্যে সেই সুবিশাল,দৈত্যাকার,ভীষণ ভারী ধনুক তুলতে একে একে সমস্ত পরাক্রমী রাজারা তো ব্যর্থ হলেনই তার সাথে ব্যর্থ হলেন দশানন রাবণও। সবশেষে পালা এল শ্রীরামচন্দ্রের যিনি মহাকালের অস্ত্রের কাছে এসে তাকে প্রণাম করলেন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজনীয় তা হল এই হরধনু মহাদেব একবারই রক্তবীজাসুরের প্রতিপালক বর হিসাবে বিষ্ণুর বিরুদ্ধেই তুলেছিলেন এবং সেই রুদ্র ও প্রতিপালকের ভীষণ যুদ্ধে বিষ্ণু ভীষণভাবে জখম হয়েছিলেন। আর সেই বিষ্ণুরই সপ্তমাবতার রামচন্দ্র আবার হরধনুর কাছে এসে নতমস্তক হলেন। রুদ্র জগৎ প্রতিপালকের এই নমনীয় স্বভাবের কাছে এসে মুগ্দধ্ হয়ে গেলেন। রামচন্দ্র এরপরে দু'হাতে সেই হরধনু অবলীলাক্রমে কেবল তুললেনই না, তার সুতো পরিয়ে তীর ছোড়ার ভঙ্গিতে সেটায় টান দিয়ে হরধনুকে দু'টুকরোতে ভেঙেও ফেললেন! সভায় উপস্থিত সবাই হতবাক এই কনিষ্ঠ যুবরাজের লীলা দেখে এবং পরক্ষণেই ত্রিলোক জুড়ে প্রলয় নামল। শিববরপ্রাপ্ত বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার পরশুরাম ব্রাহ্মণদের সেসময়ে একচ্ছত্র আধিপত্য কমাতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বংশজাত হয়ে জন্ম নেন এবং তার শিবদ্বারা প্রাপ্ত পরশু বা কুঠারের আঘাতে ব্রাহ্মণদের আধিপত্যে সমাজের সমান অধিকার দাবীতে এগিয়ে আসেন। এমনকি ক্রুদ্ধ পরশুরাম গণেশের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েও তাঁর যৌক্তিকতার কাছে পরাভূত হয়ে আদিমাতা ও মহাদেব তাঁকে বর দেন। একমাত্র পরশুরামই সেই অবতার যাঁর কথা ভারতীয় মহাকাব্যে ত্রেতা ও দ্বাপরে রামায়ণ এবং মহাভারতে লেখা আছে। যাইহোক তিনি গুরুর অস্ত্র ভাঙ্গনে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন যে তিনি ধ্যানভঙ্গ করেই মিথিলায় প্রবেশ করে রামচন্দ্রের কাছে সংহার মূর্তিতে এগিয়ে আসেন। রামচন্দ্র এবারে পরশুরামের কাছে করজোড়ে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন এবং তাঁকে এই পাপের ফলস্বরূপ সংহার করতেও জানালেন। সভায় উপস্থিত সবাই পরশরামের সেই সংহার রূপ যেন বিষ্ণুর মধ্যে শিবের অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করিয়ে চলেছে তা প্রত্যক্ষ করে চুপ হয়ে রইলেন। কিন্তু রামের সেই নমনীয় ভাবমূর্তি পুনরায় ক্রোধকে পরাভূত করল এবং পরশু ফেলে পরশুরাম কাছে এসে তাঁকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন যে তাঁর এই নমনীয়,সুসভ্য আচরণী রূপের দরুন জগৎ একদিন তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্রাটের শিরোপায় ভূষিত করবে। একটা চাপা পরিস্থিতির কালো সময় যেন সেই সভা থেকে কাটল এবং বিষ্ণুর দুই অবতারের মিলন জগৎ চাক্ষুষ করল। ধন্য ধন্য রব উঠল ত্রিলোকজুড়ে। শান্তির বার্তারূপী বুদ্ধ ছাড়াও বিষ্ণু রাম, পরে কৃষ্ণ রূপেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

লঙ্কায় রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ চলছে।সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষে রামের আরও এক মানবিক রূপ দেখলেন হনুমান, জামবন্ত,সুগ্রীব,লক্ষ্মণ,বিভীষণ এবং অন্যান্য দুই পক্ষের সেনারা। রামচন্দ্র নিজের হাতে নিহত রাক্ষস ও বানর সেনাদের জন্য চিতা সাজিয়ে তাতে ওদের তুলে দিচ্ছেন এবং মৃতের আত্মার প্রতি শান্তি কামনায় ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করতে গিয়ে চোখ ভিজছে। লক্ষ্মণ দাদার এই আচরণ দেখে তাঁর শত্রুপক্ষের প্রতি এমন নমনীয় ভাবকে দর্শাতে বললে রামচন্দ্র হেসে জানিয়েছিলেন, 'ভাই লক্ষ্মণ, ওরা শত্রুপক্ষ হয়েছিল রাজনীতির জন্য। আজ রাবণ যে ভুল করেছে তার মাশুল দিয়েছে এই সেনারা। তুমি ভেবে দেখো ওরা কি নিজে থেকে আমাদের আক্রমণ করেছে? ওদের যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেইমতই ওরা কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল। যুদ্ধশেষে ঐ নিথর দেহগুলো রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে বিবেচ্য নয়। বরং তার সৎকার্যে এগিয়ে আসাটা মানবিক ধর্ম বলে মান্যতা পায়। ওরা রাক্ষস হলেও প্রাণী এবং মনে রাখা উচিৎ যে ঈশ্বর এই বিশ্বে সবার জন্যই বসবাসযোগ্য স্থান তৈরি করে দিয়েছেন। তাতে তোমার যেন অধিকার সেরকম ঐ রাক্ষসদেরও অধিকার আছে। মনে রেখো সকলের অন্তরাত্মা সেটা ঐশ্বরিক দান,সেটি দানব দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না। তবে ঐ মনে ঐশ্বরিক না আসুরিক কি মনোভাব ধারণ করবে সেটা স্বয়ং নিজেরই ব্যাপার। রাবণ মুনিপুত্র এবং অপার জ্ঞানী হয়েও রাক্ষসাভাবাপন্ন প্রকৃতির সেখানে বিভীষণ ঐশ্বরিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বে ভরপুর রয়েছেন'। সকলে রামচন্দ্রের কথা শুনে রাজনীতির সেরা পৃষ্ঠপোষককে যেন খুঁজে পেয়ে আবারও মুগ্ধ হলেন। সামান্য দূরে দুইপক্ষেরই মৃতদের চিতা পাশাপাশি জ্বলছে আর আকাশের দিকে যে ধোঁয়া মিশছে তারদিকে চেয়ে রামচন্দ্র পুনরায় মন্ত্রোচ্চারণে ওদের মুক্তি কামনা করছেন। আসলে রামচন্দ্র যাঁর আশীর্বাদে সেদিনের পরিণত রামে পরিণত হয়েছিলেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পড়েছিলেন তিনি আর কেউই নন স্বয়ং পরশুরাম।

আজ ভারতীয় রাজনীতিতে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে যেভাবে মুখরিত হওয়ার শব্দ ভেসে আসে তা একজন দক্ষ রাজনীতিক হিসাবে ওঁনাকে সম্মান করে উঠে আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই কিন্তু তাঁর নাম তো কর্ম পরিচয়ের মাধ্যমেই উঠে এসেছে তাহলে খালি ধ্বনি উচ্চারণে যে ভারতীয় পরিকাঠামোর সংশোধন হবে না তা উপরোক্ত ঘটনাগুলোয় প্রমাণ হয়ে যায়। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের রাজনীতি শুধু অন্যান্য ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যেকোনও ধর্মের ভিত্তিতে আর তার মেরুকরণে দেশ, রাজ্য বা রাজনীতি কখনোই চলে না আর সংবিধান তার পৃষ্ঠপোষকও নয়। এই নতুন প্রজন্মের ভারতবর্ষকে সারা বিশ্বের নিরিখে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। নিতে হলে রামচন্দ্রের আদর্শগুলো রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহৃত হোক, স্রেফ নামটা নয়। আর যদি একান্তই বলতে হয় তবে উচ্চারিত হোক 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' অর্থাৎ সেই সুচিন্তক জনগণকে উদ্দেশ্য করে ধ্বনিত করা হোক যাদের রায়ে দেশের সরকার চলছে এবং চলবে আগামী ভবিষ্যতেও।

সরকারের দুর্নীতির মৃত্যুকূপে শিক্ষিত যুব সমাজ আজ প্রাণহীন

জয়দেব বেরা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,ক্ষ্মঅন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।ক্ষ্মঅর্থাৎ অন্যায় যারা করেন আবার সেই অন্যায়কে যারা সমর্থন করেন তারা উভয়ই কিন্তু সমানভাবে দোষী।এক্ষেত্রে দেখলাম সরকার চাকরি দুর্নীতি করে যেমন অন্যায় করেছে আবার সেই দুর্নীতিযুক্ত অন্যায়কে কিছু শিক্ষিত যুবকরা মেনে নিয়েও সমানভাবে অন্যায় করেছেন।তাই বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে ঘুষ নিয়ে সরকার যেমন দোষী ঠিক তেমনি ঘুষ দিয়ে শিক্ষিত যুবকরাও সমানভাবে দোষী।এবার আসি সরকারি নিয়োগ সিস্টেম বা পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা বলতে।আমরা দেখলাম দুর্নীতির অভিযোগে সুপ্রিমকোর্ট ২০১৬ সালের পুরো এসএসসি প্যানেলই বাতিল করেদিয়েছে।এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।যদিও কেবল এসএসসি নয় এই রকম অভিযোগ প্রায় সব চাকরিতেই লক্ষণীয়।প্রাইমারি থেকে শুরু করে আপার প্রাইমারি, গ্রুপ-ডি এবং মাদ্রাসা সহ অন্যান্য।আমি যোগ্য বা অযোগ্য পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বা বিপক্ষে কিন্তু কথা বলছি না।আমি বলতে চাইছি সরকারের বা বোর্ডের সিস্টেম এর ত্রুটি নিয়ে।সরকার কেনইবা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নেবে শিক্ষিত যুবকদের থেকে,কেনইবা চাকরি পণ্যের মতো বাজারে বিক্রি করবে?এটাই কি তাহলে নিয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল?সুপ্রিমকোর্টের রায়ে দেখা গেছে, সমস্ত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের চাকরি চলে গেছে।কারণ হল তারা অবৈধভাবে ঘুষ দিয়ে চাকরি কিনেছেন।এটা আমার কথা নয়,সুপ্রিমকোর্টের কথা।আমার প্রশ্ন হল পরীক্ষার্থীদের তো চাকরি চলেই গেল তারা তাদের সাজাও পেয়ে গেছেন।কিন্তু তারা যাদের টাকা দিয়েছিলেন বা তাদের থেকে যারা টাকা নিয়েছিলেন তাদের কী হবে?উনারাই তো সিস্টেম তৈরি করেছিলেন আবার উনারাই তো ভেঙে ছিলেন, উনারাই তো ঘুষ নিয়েছিলেন,উনারাই তো চাকরি অবৈধভাবে বিক্রি করেছিলেন,উনারাই তো প্যানেলের সবকিছুর দায়িত্বে ছিলেন আবার উনারাই তো যোগ্য আর অযোগ্যদের পার্থক্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।তাহলে সাজা কেন কেবল পরীক্ষার্থীরা পাবেন,উনারা কেন পাবেন না?এক্ষেত্রে দোষতো উভয়ই করেছেন,তাই সাজা উভয়েরই পাওয়া উচিত।তাহলে সেটা কেন হচ্ছে না বা সেটা নিয়ে কেন কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না?

অন্যদিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাববার বিষয় হল, অনেক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে আছেন যারা খুবই মেধাবী কিন্তু তারা জানে যে টাকা না দিলে চাকরি হবে না।তাই তারা তাদের মেধা থাকা সত্বেও টাকা দিয়েছেন কেবল একটা চাকরি পাওয়ার জন্য।কারণ তারা জানে চাকরি না পেলে এই সমাজে তাদের ডিগ্রীগুলো সব বেকার হয়ে যাবে।তাই তারা বিভিন্ন কারণে মেধা থাকা সত্বেও ঘুষ দিয়েছেন।কারণ তারা এটা ভালোভাবে বুঝেগেছেন যে বর্তমানে চাকরি পাওয়ার জন্য এটাই বোধহয় একমাত্র সিস্টেমের নিয়ম হয়ে উঠেছে; যে টাকা দিলেই চাকরি, নাহলে নয়।তাই বাধ্য হয়েও অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে টাকা দিয়েছেন।অবশ্যই এনারাও দোষী,কারণ এনারাও অন্যায়কে সমর্থন করেছেন।কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যারা সিস্টেম পরিচালনা করতো, যারা এর দায়িত্বে ছিলেন, যারা টাকা নিয়েছিলেন তাদের কী হবে?

আজ বেকার ছেলে-মেয়েগুলো আবার তো সেই চাকরিহীন হয়ে পড়লো সে যোগ্য বা অযোগ্য যাইহোকনা কেন।কিন্তু যে এলিটগুলো তথা শাসকদলের মানুষগুলো টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রি করেছিলেন তারদের তো কিছুই হল না।তারা তো সবাই দিব্যি এসি রুমে বসে আছেন,লক্ষ লক্ষ টাকা বেতনও পাচ্ছেন,নিরাপত্তা পাচ্ছেন।তাহলে কেবল শিক্ষিত বেকার ছেলে-মেয়েগুলোর সমাধি কেন হল?এটাও ভেবে দেখা উচিৎ।এই দুর্নীতিযুক্ত সিস্টেমের জন্যই কিন্তু আজ পুরো শিক্ষিত যুবসমাজই দুর্নীতির মৃত্যুকূপে নিমজ্জিত।এইসবের জন্যই শিক্ষা আজ মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে।শিক্ষিত সমাজ আজ দুর্নীতির জন্য প্রাণহীন হয়েগেছে।এইগুলোর হিসেব কারা দেবেন?জানি এর কোনও উত্তর নেই।দুর্নীতি করলো সরকার আর মাশুল দিতে হল শিক্ষিত যুবসমাজকে,সে যোগ্য বা অযোগ্য যাইহোক।যদিও এই যোগ্য আর অযোগ্য তকমার জন্য দায়ী কিন্তু সরকার আর তার দুর্নীতিযুক্ত সিস্টেম।তাই সমাজ বিশ্লেষক হিসাবে আমার মনেহয় আগে আইনিভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে সিস্টেম ঠিক করতে হবে তারপর সবকিছু।নাহলে সরকারের দুর্নীতির মৃত্যুকূপে শিক্ষিত যুব সমাজ প্রতিবারই প্রাণহীন হয়ে পড়বে।একটা কথা মাথায় রাখতে হবে,শিক্ষা হল সমাজ ও জাতির মেরুদন্ড।তাই এই শিক্ষা ও শিক্ষিত সমাজ ধ্বংস হলে এই সমাজও কিন্তু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

আনন্দকথা

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়

''বালিশ ও তার খোলটা'' — দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি হবে? বরং যেঁ ভগবান অন্তর্যামী মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন তাঁহারই পূজা করা উচিত?

ঠাকুর একটু প্রকৃতিসস্থ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন — ''তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।'' (সকলের আনন্দ)

(এক ঈশ্বর — তাঁর ভিন্ন নাম — জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত)

''জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজেপি বিধায়ক আসতেই মঞ্চ ত্যাগ বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী, চেয়ারম্যানের

ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখীর একটি স্কুলে রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বাজনা বাজিয়ে বিজেপি বিধায়কের এন্ট্রি হতেই তৃণমূলের সভাধিপতি, প্রাক্তন মন্ত্রী, চেয়ারম্যান মঞ্চে সেকেন্ডের মধ্যে মঞ্চ ছেড়ে উধাও, ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা জুড়ে, নেমন্তন্ন ছাড়াই বিজেপি বিধায়ক অনুষ্ঠান পন্ড করতে সেখানে গেছে দাবি তৃণমূলের, পাল্টা প্রতিক্রিয়া বিজেপি বিধায়কের।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ধুলাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। এই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলাজুড়ে। ভিডিওতে দেখা যায় মঞ্চ তখন আলোকিত করে বাঁকুড়া জেলার সভাধিপতি অনুসূয়া রায়, বাঁকুড়া জেলার প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা, বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ, সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জি সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। হঠাৎ করেই সেই সময় বাজনা বাজিয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতে থাকে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিধায়কের এন্ট্রি হতেই পুষ্প বৃষ্টি হতে থাকে। এরপর মাইকে ঘোষণা করা হয় মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য বিজেপি বিধায়ক কে। হঠাৎ করে সেকেন্ডের মধ্যে মঞ্চ ছাড়েন তৃণমূলের পদাধিকারীরা। ঠিক যেন মঞ্চর ছেড়ে প্রাণে বাঁচলেন তৃণমূলের পদাধিকারীরা। আর এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় চারিদিকে। শোরগোল পড়েছে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলাজুড়ে।

সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জি বলেন, বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে কার্ডে নাম ছিল বাঁকুড়া জেলার সভাধিপতি, বিষ্ণুপুরের বিধায়ক, সোনামুখীর চেয়ারম্যানের নাম। সেখানে দুর্ভাগ্যবশত সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামি বিনা নিমন্ত্রণে অনুষ্ঠান পন্ড করার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল দাঙ্গাবাজ দল তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন না তৃণমূল তাই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে।

সোনামুখীর বিজেপির বিধায়ক দিবাকর ঘরামি দাবি তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল তাই তিনি সে গিয়েছে তবে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এত ছোট মানসিকতার পরিচয় তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে রয়েছে তাই বাংলার উন্নয়ন হয়নি সোনামুখীর উন্নয়ন হয়নি এত ছোট মানসিকতা নিয়ে মানুষের উন্নয়ন করা যায় না। ওই বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সদস্যদের অধিকাংশ তৃণমূলের নেতৃত্ব আছে তাদের সম্মতি নিয়েই বিধায়ককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানে চাকরিহারা হাজারেরও বেশি শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পূর্ব বর্ধমান জেলায় এক হাজারের বেশি শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ার কারণে স্কুলগুলোতে অচলাবস্থা তৈরি হবে বলে মনে করছেন অনেকে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এক ধাক্কায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। জেলায় মোট স্কুল রয়েছে ৩৭৩ টি। এর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ২৪৫টি। জেলায় মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১০ হাজার ৪৩৬ জন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রতিটি স্কুলে থেকে বাতিল হওয়া শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১২০০ জন।

স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার স্কুলগুলোর মধ্যে প্রতিটি স্কুলে গড়ে ৩ জন করে শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে গলসি কালীমতি দেবী হাইস্কুলে গ্রুপ সি পদে একজন ও গ্রুপ ডি পদে দুজন অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে, এই বিদ্যালয়ে আর কোনও অফিস স্টাফ রইল না বলে জানা গিয়েছে।

কাটোয়া ১ ব্লকে পঞ্চাননতলা হাইস্কুলের চার জন সহকারী শিক্ষক ও একজন কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে।

খণ্ডঘোষ ব্লকের হুড়িয়া পাবলিক হাই স্কুলে চারজন সহকারী শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে একজন দর্শন বিষয়ের, ইতিহাসের একজন শিক্ষক, জীববিদ্যা বিষয়ের একজন ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার গিয়ে দেখা যায়, ছয়জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। ফলে প্রায় ১৮০০ শিক্ষার্থী নিয়ে ক্লাস পরিচালনায় সমস্যায় পড়তে চলেছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তিনি বলেন, 'এত সংখ্যক ছাত্রের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকলে সমস্ত পিরিয়ড ঠিকভাবে করানো সম্ভব হবে নাক্ষ্ম। যদিও চাকরিচ্যুত ছয় শিক্ষকের মধ্যে চারজন এদিন স্কুলে উপস্থিত ছিলেন, তবে তারা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

শশীবালা সাহা গার্লস হাই স্কুলেরও দুই শিক্ষিকা চাকরিহারা। এই স্কুলে দু'জন শিক্ষিকা ও একজন গ্রুপ-ডি কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা জানান, 'স্কুল পরিচালনায় এখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। একমাত্র গ্রুপ-ডি কর্মীও চলে যাওয়ায় সেই পদ এখন সম্পূর্ণ শূন্য'।

নিগমানন্দ বিদ্যামন্দির হাই স্কুলেও তিনজন শিক্ষক, একজন গ্রুপ-ডি কর্মী ও একজন ক্লার্কের চাকরি বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি, হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে ছয়জন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। ফলে পাঠদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জামালপুর ব্লকের সেলিমাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব সাঁতরা জানান, শিক্ষকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্কুল পরিচালনায় ভীষণ সমস্যায় দেখা দেবে।'

জামালপুরের বাণী নিকেতন মহাবিদ্যালয়ের তিন জন শিক্ষক তাঁদের চাকরি খুইয়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত দাস জানান, একজন শিক্ষক ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অন্য দু'জন শিক্ষিকা নিয়মিত স্কুল আসতেন। এদিন সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর তারা স্কুল ছেড়ে চলে যান। মোট তেরো জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন। তার মধ্যে দুজন চলে গেলেন। বৃহস্পতিবার রায়ের ফলে বর্তমানে এগারো জন শিক্ষক। যার মধ্যে তিনজন প্যারাটিচার। দুটো মেইন সাবজেক্টের টিচার চলে গেলেন। এদিন একজন শিক্ষিকা ক্লাসও নিচ্ছিলেন কিন্তু কোর্টের রায় শুনে তিনি চলে যান।

অন্য দিকে, জামালপুরের পর্বতপুর গার্লস হাই স্কুলের তিনজন টিচার ও একজন কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে।

বর্ধমানের তালিত গৌরেশ্বর হাইস্কুলে দুজন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। দুজন শিক্ষকই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ছিলেন। এদের মধ্যে একজন রসায়ন বিভাগের শিক্ষক, অন্যজন শরীরবিদ্যা বা ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিখিল খাঁ জানান, ' উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের দুজন শিক্ষক বাতিল হয়ে যাওয়ায় ক্লাস করানোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। উচ্চ মাধ্যমিকের রসায়ন বিভাগে একজনই শিক্ষক ছিলেন। চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ায় আর কোনও শিক্ষক থাকলেন না। এছাড়া, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শরীরবিদ্যা বিভাগেও শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে গিয়েছে।

অন্য দিকে, বর্ধমানের কৃষ্ণপুর হাইস্কুলে একসঙ্গে চাকরি গিয়েছে চারজন শিক্ষকের। এরমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন ও এডুকেশন বিভাগের একজন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও, দুজন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক রয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন কোনার বলেন, ক্ষ্মএকসঙ্গে চারজন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ায় স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে সময় হবে। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে চরম সমস্যায় পড়তে হবে।

বিধায়ক তহবিলের টাকায় জুনিয়র স্কুলে সাইকেল শেডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের রাজারামপুর জুনিয়র হাই স্কুলের বিধায়ক তহবিলের টাকায় তৈরি একটি সাইকেল শেডের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক ও তাবারক আলি মণ্ডল। ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সোনালি বোদক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা।

বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, তাঁর বিধায়ক তহবিলের টাকায় ব্লকে প্রচুর উন্নয়নের কাজ হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে তিনি তাঁর তহবিলের টাকায় বিভিন্ন জিনিস করে দিয়েছেন। এই রাজারামপুর জুনিয়র হাই স্কুলে ৩ লক্ষ টাকার এই সাইকেল শেডের উদ্বোধন করেছেন।রাজ্য সরকার সব সময়ই বিদ্যালয় গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন তিনি। সোনালী দেবী বিধায়ককে তাঁর স্কুলকে এই সাইকেল শেড নির্মাণ করে দেবার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

হুগলির স্কুলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বাঁশবেড়িয়ার বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস হাইস্কুলে আগামী দিনে কী ভাবে পঠনপাঠন হবে? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিদ্যালয় একই স্কুলে চাকরি গেল ১৫ জনের। তা ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছেন না অভিভাবকরা।

এদিন বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ সুপ্রিম কোর্টের রায় জানতে পারেন স্কুলের শিক্ষকরা। ২০১৬ সালের এসএসসি-র নিয়োগের গোটা প্যানেলই বাতিল করার সিদ্ধান্ত জানায় সুপ্রিম কোর্ট। এর পরেই একলপ্তে চাকরি যায় বাঁশবেড়িয়া হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে কর্মরত নিতা কুমারী, প্রিয়া দে, নির্মল গোড়াই, বীণা কুমারী, সুব্রত গয়লা, কানাইয়া দুবে, ঈপ্সিতা হাজরা, অরিন্দম সিংহ, সুষমা সিং, পরেশনাথ সাহা, শ্যামল কুসুম্বা, ধর্মেন্দ্র চৌধুরী, মোহাম্মদ শরিফ মিয়া, স্বপন বিশ্বাস এবং আত্তাউর রহমান আনসারির। স্কুলের পরিবেশটাই এক লহমায় পুরো বদলে যায়।

বৃহস্পতিবার সকালের পর থেকেই থমথমে পরিবেশ স্কুলে। এই শিক্ষিক-শিক্ষিকারা বাড়ি চলে যান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশাল তিওয়ারি বলেন, 'আমরা অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি। আমি জানি না কাল থেকে কী ভাবে স্কুল চালাব।' সূত্রের খবর, হুগলির উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বয়েজ স্কুলের তিন জন টিচার ও একজন গ্রুপ ডি স্টাফ এছাড়া এখনো পর্যন্ত যতদূর জানা গেল উত্তরপাড়ার মাখলা হাইস্কুলের দুজন শিক্ষক ও একজন গ্রুপ ডি স্টাফ এই বাতিলের তালিকায় তাদের নাম আছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, হুগলির রিষড়া বিদ্যাপীঠের ১১ জন শিক্ষকের মধ্যে ১২ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে এই রায়ে। এই হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে প্রায় ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করেন। স্কুলের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আগামীতে কী ভাবে সংসার চালাবেন তাঁরা? তা বুঝতে পারছেন না। এই স্কুলের শিক্ষক কুণাল মণ্ডল বলেন, 'আমার স্ত্রী অন্য স্কুলে চাকরি করে। ও ২০১৬ সালের প্যানেলেই চাকরি পেয়েছিল। সদ্য বিয়ে হয়েছে। এখন কী ভাবে সংসার চালাব তা বুঝতে পারছি না। বাড়ি তৈরি করেছি লোন নিয়ে। কী ভাবে সেই লোন শোধ করব, তা বুঝতে পারছি না।' এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রোশন কুমার মাল বলেন, '১৯ জনের মধ্যে ১২ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। কী ভাবে স্কুল চালাব, তা বুঝতে পারছি না।'

অন্যদিকে, দাদপুরের হারিট টুড়ু বিদ্যালয়ের পিওন জিতেন টুডু প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবারও স্কুলে গিয়েছিলেন। সুপ্রিম রায়ে চাকরি গিয়েছে তাঁরও। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। বলেন, '২০১৮ সালে ১৮ এপ্রিল তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। বাবা, মা চাষবাষ করে পড়িয়েছেন তাঁকে। পরিবারের কাছে ঘুষ দেওয়ার মতো অর্থ ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি।'

বিদ্যালয়ে ছাদের চাঙড় ভাঙা, ফিজিক্স ল্যাব ত্রিপল খাটানো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুলের মাথায় অর্ধেক জায়গায় ছাদ নেই। যখন তখন ভেঙে পড়ছে ছাদের সিমেন্টের চাঙড়। স্কুলের ফিজিক্স ল্যাব চলে ত্রিপল খাটিয়ে। হুগলির উত্তরপাড়ার মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অন্যতম একটি স্কুল হল উত্তরপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। সেই স্কুলেরই একেবারে বেহাল অবস্থা। রোদ বৃষ্টিতে দারুণ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ছাত্রী থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষিকাদের। ছেঁড়া ত্রিপল থেকে জল চুঁয়ে যায় ফিজিক্স ল্যাব সহ মিটার ঘরে। কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। বর্ষার সময় হয় সব থেকে বেশি সমস্যা। অর্ধেক জায়গায় স্কুলের মাথায় ছাদ না থাকায় সেখানে ত্রিপল টাঙানো থাকে। কিন্তু সেই ত্রিপল ছেদ করে একেবারে জল বৃষ্টি ঢুকে পড়ে স্কুলের ভেতরে।

এ বিষয়ে স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা জানান, স্কুলের এই অবস্থার সমাধানের জন্য তারা প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার লিখিতভাবে আবেদন করে জানানো হয়েছে। বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে স্কুলের পঠনপাঠন বিঘ্নিত ঘটছে। সমস্যা নিয়েই পড়াশোনা করছে পড়ুয়ারা। বিজ্ঞানের ছাত্রী তৈরি করতে গেলে তাদের জন্য অত্যাবশ্যক ল্যাবরেটরি ক্লাস। সে ক্ষেত্রে স্কুলের ফিজিক্স ল্যাব চালাতে হচ্ছে ত্রিপল খাটিয়ে। এ বিষয়ে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে, স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। তবে স্কুলের পক্ষ থেকে সাংসদের কাছে আবেদন আগেই জানানো উচিত ছিল। তা হলে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ কোটার টাকায় দ্রুত সমস্যার সমাধান করা যেত। এর আগেও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি স্কুলকে তার সাংসদ কোটার টাকা বরাদ্দ করেছেন স্কুলের উন্নয়নের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা খাতে দীর্ঘদিন যাবৎ রাজ্যকে বঞ্চনা করছে তারপরেও রাজ্য সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করছে। তাই আশা করছি এই সমস্যার সমাধানও খুব দ্রুততার সঙ্গে হয়ে যাবে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

তারিখ : ০১.০৪.২০২৫

প্রতি

১. **মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা : শ্রী জয়দীপ রায়, ঠিকানা** - ৩২৬, এমজি রোড, ২য় তল, পবিত্র মেগা মল, টলি টুইন শপ নং - বি-২০ এবং বি-২৩, কলকাতা - ৭০০১০৪
আরও ঠিকানা - এন৭৫, পূর্ব পুটিয়ারি দক্ষিণ পাড়া, কাব্বার ডাঙ্গা মোড়, থানা - রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৯৩
২. **শ্রী জয়দীপ রায় (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী স্বদেশ রঞ্জন রায়, এন৭৫, পূর্ব পুটিয়ারি দক্ষিণ পাড়া, কাব্বার ডাঙ্গা মোড়, থানা - রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৯৩

বিষয় : কোর্ট বেলিফ দ্বারা ২৬.০৪.২০২৪ তারিখে আপনার বাণিজ্যিক দোকান থেকে যাবতীয় দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত হয়েছে তা সংগ্রহের অনুরোধ

সংশ্লিষ্ট পূর্বের পত্র তারিখ ২৪.০৩.২০২৫ এর সচেতনতকরার অঙ্গ হিসেবে (কপি সংযুক্ত করা হয়েছে), সংবাদ পত্রে (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন ২৬.০৩.২০২৫ সংস্করণে) প্রকাশিত এবং বাজেয়াপ্ত সম্পদে ২৫.০৩.২০২৫ তারিখে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।

আমরা আবারও অনুরোধ করছি **২৬.০৪.২০২৪** তারিখে রচিত তালিকা/পঞ্চনামা অধীন উল্লিখিত সম্পত্তির তপশিল অনুযায়ী (অস্থাবর) দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে আদালতের বেলিফের উপস্থিতিতে **২৬.০৪.২০২৪** তারিখে রচিত দ্রব্যাদির তালিকা অনুযায়ী দ্রব্যাদির বিষয়ে আপনার কোনও আগ্রহ নেই।

এমতাবস্থায় ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে (নিম্নোক্ত তপশিল অনুযায়ী) থাকা দ্রব্যাদির মূল্যায়ন করবে এবং দ্রব্যাদির বিক্রয় নোটিশ ইস্যু করবে। খিদিরপুর শাখায় আপনার লোন অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী বিক্রয় পরবর্তী পরিমাণ সমন্বিত হবে।

আমরা প্রেমিসেসের মধ্যে থাকা দ্রব্যাদির মূল্যায়ন এবং সাধারণ নিলামে বিক্রয় করতে বাধ্য।

বন্ধকদত্ত সম্পদ/বাজেয়াপ্ত প্রেমিসেসের বিস্তারিত/বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শপ নং বি-২০ এবং বি-২৩, অবস্থিত ২য় তল, কমপ্লেক্স নাম "পবিত্র মেগা মল", "টলি টুইন", প্রেমিসেস নং ৩২৬, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫, মহাত্মা গান্ধি রোড, কাবরডাঙ্গা মোড়, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১০৪। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** শপ নং বি- ১৯ এবং ২৪।

তারিখ : ০১.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

তারিখ : ০১.০৪.২০২৫

প্রতি

১. **মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা : শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত,** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২এ, "শান্তিনিকতন", প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
২. **শ্রী মানস দত্ত (জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার),** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২এ, "শান্তিনিকতন", প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
৩. **শ্রী গৌতম দত্ত, (জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার),** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২এ, "শান্তিনিকতন", প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
৪. **শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা এইচবিএল এ/সি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত),** স্বামী শ্রী মানস দত্ত, গ্রাম : উত্তর দেওয়ারক, পূর্ব পাড়া, পো : কুলেশ্বর, থানা : ডায়মন্ড হারবার, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২এ, "শান্তিনিকেতন", প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।

বিষয় : কোর্ট বেলিফ দ্বারা ২৭.০২.২০২৫ তারিখে আপনার বসবাসের ফ্ল্যাট থেকে যাবতীয় দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত হয়েছে তা সংগ্রহের অনুরোধ

সংশ্লিষ্ট পূর্বের পত্র তারিখ ২৫.০৩.২০২৫ এর সচেতন করার অঙ্গ হিসেবে (কপি সংযুক্ত করা হয়েছে), সংবাদপত্রে (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন ২৬.০৩.২০২৫ সংস্করণে) প্রকাশিত। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।

আমরা আবারও অনুরোধ করছি ২৭.০২.২০২৫ তারিখে রচিত তালিকা/পঞ্চনামা অধীন উল্লিখিত সম্পত্তির তপশিল অনুযায়ী (অস্থাবর) দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে আদালতের বেলিফের উপস্থিতিতে ২৭.০২.২০২৫ তারিখে রচিত দ্রব্যাদির তালিকা অনুযায়ী দ্রব্যাদির বিষয়ে আপনার কোনও আগ্রহ নেই।

এমতাবস্থায় ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে (নিম্নোক্ত তপশিল অনুযায়ী) থাকা দ্রব্যাদির মূল্যায়ন করবে এবং দ্রব্যাদির বিক্রয় নোটিশ ইস্যু করবে। উস্তি শাখায় আপনার লোন অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী বিক্রয় পরবর্তী পরিমাণ সমন্বিত হবে।

বন্ধকদত্ত সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ - ২৭.০২.২০২৫ তারিখে বাজেয়াপ্ত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর পূর্ব কোনে তিনতলায়, পরিমাণ ৭০১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমি ০৬ কাঠা ০২ ছটাক ০৭ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং/ড্রইং তথা কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা এবং এক ঢাকা সিমেন্টের মেঝে কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি সমস্ত ফিটিং এবং ফিক্সচারিং অবস্থিত মৌজা : সরসুনা, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, দলিল নং ১৯১০৫৩২১-২০১৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস এআরএ -১, কলকাতা, **সম্পত্তি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত,** স্বামী শ্রী মানস দত্ত এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড; **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৭৩/১ ব্যানার্জি পাড়া রোড।

তারিখ : ০১.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বিদ্যানগর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১,৪৮,১৪,১৯৯.৪৬ টাকা** (এক কোটি আটচল্লিশ লাখ চোদ্দ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) **১৮.১১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং,** গ্রাম - সংজুয়া, পো. বাখরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫১৩ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং** গ্রাম : সঞ্জুয়া, পো : বাকরাহাট, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৩। **২. শ্রী ত্রিদীপ মন্ডল (অংশীদার : মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং)** গ্রাম : সঞ্জুয়া, পো : বাকরাহাট, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৩। **৩. শ্রীমতি টিনা মন্ডল (অংশীদার : মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং)** গ্রাম : সঞ্জুয়া, পো : বাকরাহাট, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৩। **খ) বিদ্যানগর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১০ শতক বা ৬ কাঠা এবং তদস্থিত একটি ইটের দেওয়াল অ্যাসবেস্টস শেড প্রেমিসেস, গ্রাম : সঞ্জুয়া, বিবিরহাট, বাকরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা : বিষ্ণুপুর, এডিএসআরও-বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা : সঞ্জুয়া, খতিয়ান নং ১১৬/২৯,নতুন খতিয়ান নং ১১১০, দাগ নং ১৭২, জেএল নং ৪৩, তৌজি নং ৩৯৭, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১০৮১-২০০৬ সালের, **শ্রীমতি টিনা মন্ডল,** স্বামী ত্রিদীপ মন্ডলের নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৫৩; দক্ষিণে : ৩০ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : জমি দাগ নং ৫৬, পশ্চিমে : সম্পত্তি দাগ নং ১৭২ (অংশ) অধীন।	**১,৪৮,১৪,১৯৯.৪৬ টাকা** (এক কোটি আটচল্লিশ লাখ চোদ্দ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) **১৮.১১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৪৪,১৭,০০০.০০ টাকা (*)** (চুয়াল্লিশ লাখ সতের হাজার টাকা) খ) **৪,৪১,৭০০.০০ টাকা** (চার লাখ একচল্লিশ হাজার সাতশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB21699866013** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.০৪.২০২৫ থেকে ০৫.০৫.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৫.০২.২০২৫/স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank ...the name you can BANK upon!

দাবি নোটিশ

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : cs8283@pnb.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা, সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩(১) সংস্থান অধীনে জারিকৃত]

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২) এর রুল ৩ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শীর্ষাঙ্কিত নোটিশটি নিবন্ধিত ডাকযোগে এ.ডি. / স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল, যা এখানে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / জামিনদাতাকে (এখানে ঋণগ্রহীতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যারা তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে 'নন পারফর্মিং অ্যাসেটস' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে কিন্তু এ.ডি. / স্পিড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত নোটিশটি অগৃহীত মন্তব্য সহ ফেরত পাঠানো হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিশ্বাস করার কারণ আছে যে উক্ত ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতা তাকে জারি করা দাবি নোটিশের পরিষেবা এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই জাতীয় নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যায় এবং ঋণগ্রহীতা, যদি তারা চান, স্বাভাবিক কাজের সময় যেকোনো কাজের দিন নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।

সম্পর্কিত উপরে উল্লেখিত, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে আবারও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, নীচে উল্লেখিত পরিমাণ, তাদের নিজ নিজ নামে, প্রযোজ্য হারে, অতিরিক্ত সুদ সহ, উল্লেখিত দাবি নোটিশে বর্ণিত খরচ, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধ/ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত বিভিন্ন নিরাপত্তা নথির অধীনে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক নিম্নলিখিত সম্পদগুলি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ রাখা হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উপরে উল্লিখিত হিসাবে ব্যাংককে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক সারফেসি আইন, ২০০২ এর বিধান অনুসারে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে মামলা করবে, তা সে দখলে নেওয়া হোক বা না হোক, উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য নিয়ম অনুসারে সম্পূর্ণরূপে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের ঝুঁকিতে, যার জন্য খরচ এবং অন্যান্য অবস্থার জন্য দায়ী থাকবে।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা /জামিনদাতা উক্ত আইনের অধীনে ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে উপরোক্ত সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না। যে কোনও ব্যক্তি উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত নিয়ম লঙ্ঘন করলে আইনের অধীনে প্রদত্ত শাস্তি এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়ী থাকবেন। আপনার ঝুঁকি এবং খরচে আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনও ক্ষতি না করেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) নাম খ) শাখার নাম যেখান থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে	বন্ধকদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) সামিম আকতার সরকার** পিতা সাখাউদ্দিন সরকার, গ্রাম : বাবলাবোনা, কালিকাপুর রানিনগর, পো : গোয়াস, থানা : ইসলামপুর, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০৪। **লাভলি খাতুন** প্রযত্নে মোজাম্মল হক, গ্রাম : বেনীপুর, পো : তেজসিংগো পুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, শহর : কাতলামারি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৩০৮। **খ) ইসলামপুর শাখা (সোল আইডি : ০৭৯৩২০)।** **অ্যাকাউন্ট নং : ০৭৯৩২০এনসি০০০০০৩৫২।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : কসবাগোয়াস, জেএল নং ৬১, দাগ নং আরএস এবং এলআর ১৭০৫, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৯৫, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া পরিমাণ ০৪ ডেসিমেল , ইসলামপুর চক গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গোয়াস বাজারের নিকট, পো : গোয়াস, থানা : ইসলামপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রেজি অফিস জেলা রেজিস্ট্রার মুর্শিদাবাদ, **বিক্রয় দলিল নং ৩৯৬৩-২০০১ সালের , সম্পত্তি সামিম আকতার সরকার, পিতা সাখাউদ্দিন সরকারের নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পিচ রেডা; পূর্বে : মুর্তাজ সরকারের খালি জমি; দক্ষিণে : বীরেন সাহার খালি জমি ; পশ্চিমে : নূর বক্স এর ভবন এবং গুদাম।	**ক) ১১.০২.২০২৫** **খ) ২৯.১০.২০২৪** **গ) ১০,০৯,৯৫৯.০০ টাকা** (দশ লাখ নয় হাজার নশো উনষাট টাকা) টাকা **৩১.০১.২০২৫** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

নথির তালিকা (জামিনদত্ত নথির বিস্তারিত সাপ্লিমেন্টারি নথি এবং তথ্যাদি সহ যা বন্ধকদত্ত সম্পদের সত্যতা প্রমাণিত করে)

ক্রম নং	নথির নাম	জামিনের প্রকৃতি	কার্যকরের তারিখ	জামিনদত্ত পরিমাণ
১.	বন্ধকদত্ত দলিলের স্বীকৃতি (পিএনবি ১১২২)	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত	২৩.০৬.২০২২	১০,০০,০০০.০০ টাকা
২.	উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ০৩৯৬৩	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত	০৯.০৪.২০০১	

তারিখ : ০৪.০৪.২০২৫
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি
তারিখ : ০২.০৪.২০২৫

১) জয় প্রকাশ জয়সওয়াল, (ব্যক্তিগত জামিনদাতা), ৪, বৃন্দাবন মার্কেট, সতী, জয়মাটি রোড, আটগাঁও বৃন্দাবন মার্কেট, গুয়াহাটি, পিন - ৭৮১০০১
২) ধীরজ কুমার জয়সওয়াল, (ব্যক্তিগত জামিনদাতা), পিতা শ্রী জয় প্রকাশ জয়সওয়াল, হাউস নং ৭৬০৩, এস জে রোড, নেহা অ্যাপার্টমেন্ট, গুয়াহাটি, পিন - ৭৮১০০১
৩) হীতেন রঞ্জন চৌধুরী, (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) পিতা নব গোপাল চৌধুরী, ৩৬, ধর্মশালা রোড, মণিহারি, কাটিহার, পিন - ৮৫৪১১৩
৪) শ্রী সানিজী ইস্পাত লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা), ৭৯, বৃন্দাবন মার্কেট, এস জে রোড, আটগাঁও, গুয়াহাটি, পিন - ৭৮১০০১
৫) গারহওয়াল মেটাল প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা), কমল হাউস ৫০, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ৫ম তল, রুম ৪০৭, কলকাতা, পিন - ৭০০০১২

হইতে
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II
১১তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং
১ মিডলটন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

প্রিয় মহাশয়,

বিষয় : - ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ/বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিমিত্ত নোটিশ

অ্যাকাউন্ট : মেসার্স শ্রী সানিজী স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লি.

আমরা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশ তারিখ ০২.০৪.২০২৫ এবং দখল নোটিশ তারিখ ১০.০৭.২০১৫ অধীনে উক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আপনাদের মনোযোগ আহ্বান করছি। কিন্তু আপনারা উক্ত নোটিশের পরও বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংশ্লিষ্ট সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত সংরক্ষিত মূল্যে জামিনদত্ত সম্পদসমূহ ব্যাঙ্ক ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল সংস্থান অধীনে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে এবং বিক্রয় সংবাদপত্রে প্রকাশের পরবর্তী ২০০২ সালে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে উক্ত রুলসের পরিশিষ্ট ৪-এ অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায় দিতে ব্যর্থ হলে।

বিক্রয়দত্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :

ক্রম নং	জামিনের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)
১.	বাণিজ্যিক অফিস রুম নং ৫০৮, ৬ষ্ঠতল, ২১, হেমন্ত বসু সরণি,থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১। **আইডি-এসবিআইএনএসএসএসপিএল০১, বিল্ট আপ এরিয়া : ৫৮৭ বর্গফুট, দলিল নং ১-৪৪৬৭/০৫, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী সানিজি ইস্পাৎ লি।** সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশত লারকিনস লেন এবং প্রেমিসেস নং ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা। দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ০৮ গভর্নমেন্ট প্লেস এবং অংশত প্রেমিসেস নং ০৯ গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা। পূর্বে : অংশত প্রেমিসেস নং ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা এবং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা। পশ্চিমে : অংশত প্রেমিসেস নং ৬ এবং ৬/১ ওয়েলেসলি প্লেস এবং অংশত প্রেমিসেস নং ২ লারকিনস লেন, কলকাতা।	১,৪৪,০০,০০০.০০	১৪,৪০,০০০.০০
২	বাণিজ্যিক অফিস রুম নং ৫২৩, ৬ষ্ঠতল, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১। **আইডি - এসবিআইএনএসএসএসপিএল০২, বিল্ট আপ এরিয়া : ১৫৭ বর্গফুট , দলিল নং ১-৪৪৬৯/০৪, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : ধীরাজ জয়সওয়াল। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অংশত লারকিনস লেন এবং প্রেমিসেস নং ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা । দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ০৮ গভর্নমেন্ট প্লেস এবং অংশত প্রেমিসেস নং ০৯ গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা। পূর্বে : অংশত প্রেমিসেস নং ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা এবং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা। পশ্চিমে : অংশত প্রেমিসেস নং ৬ এবং ৬/১ ওয়েলেসলি প্লেস এবং অংশত প্রেমিসেস নং ২ লারকিনস লেন, কলকাতা।	৩৯,০০,০০০.০০	৩,৯০,০০০.০০
৩	বাণিজ্যিক প্লট - ফারিজঙ্গল, আউসগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, **সম্পত্তি গারহওয়াল মেটাল প্রা লি এর নামে, আইডি-এসবিআইএনএসএসএসপিএল০৩, এরিয়া : ১৬.৬৭ একর, দলিল নং ১-৩৯২/০৮, জমির মালিক : গারহওয়াল মেটাল প্রা লি। জমির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অংশত প্লট ৫৩ এবং অংশত প্লট ১০৯, দক্ষিণে : প্লট ১১৩, পূর্বে : প্লট ৯৮, পশ্চিমে : প্লট ১১৪।	৪,৪১,০০,০০০.০০	৪৪,১০,০০০.০০

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ ঃ ০৪.০৪.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দিঘার হোটেল থেকে মালদার গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, খুনের তত্ত্ব তুলল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক দূরত্ব তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন আগেই। ফলে নতুন করে জুটে যায় এক পুরুষ সঙ্গী। এরপরই বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় ঘুরতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। পুরাতন মালদার এক গৃহবধূর রহস্যজনক অবস্থায় দিঘার একটি হোটেল থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। একমাত্র মেয়েকে খুন করার অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের লোকেরা। বুধবার দিঘায় পুরাতন মালদার গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর বৃহস্পতিবার সকালেই মৃতের পরিবারেরা দেহ আনতে দিঘায় ছুটে গিয়েছেন। পাশাপাশি এব্যাপারে মালদা পুলিশের কাছে পৃথকভাবে মৃত গৃহবধূর পরিবার খুনের একটি অভিযোগ জানিয়েছেন।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম চুমকি দাস (২৪)। তার বাবার বাড়ি হবিবপুর থানা এলাকায়। ওই গৃহবধূর বাবা পাপ্পু দাস দীর্ঘদিন আগেই মারা যান। মা বন্দনা দাস রয়েছেন। পরিবারের একমাত্র মেয়ে চুমকির সঙ্গে কয়েক বছর আগে বিয়ে হয় পুরাতন মালদার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের লোলাবাগ এলাকার বাসিন্দা শুভঙ্কর অধিকারীর সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাসের পর থেকেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দূরত্ব তৈরি হয়। বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ হলে চুমকি তার বাবার বাড়ি চলে আসে। কিন্তু তারপরে আবারো স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। সেখানেও বাঁধে জটিলতা। অভিযোগ, স্বামীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেই চুমকির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়। তারপর আবারো দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ হয় চুমকির। একমাত্র সাত বছরের নাবালিকা কন্যা সন্তান তার বাবার কাছেই থাকত।

মৃত গৃহবধূর মা বন্দনা দাস বলেন, গত ৩১ মার্চ মালদা থেকে এক বান্ধবী ও আরো দুই যুবকের সঙ্গে চার চাকার গাড়ি নিয়ে দিঘায় ঘুরতে গিয়েছিল চুমকি। এরপরই বুধবার মেয়ের হোটেল ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের কথা জানতে পারি। চুমকি অত্যন্ত সাদাসিধা মেয়ে ছিল ও আত্মহত্যা করতে পারে না। কোনও কারণবশত ওকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে যারা ওর সঙ্গী সাথী রয়েছে তারাই যুক্ত আছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, চুমকির সঙ্গে তার স্বামীর এক বন্ধু বিশ্বজিৎ রায়ের বন্ধুত্ব ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই ওদের মধ্যে আলাপচারিতা ও ঘোরাফেরা ছিল। এরপর ওই বন্ধু সহ মোট চারজনের সঙ্গে চুমকি দিঘাতে ঘুরতে যায়। সেখানকার একটি হোটেলে বিশ্বজিৎকে স্বামীর পরিচয় দিয়ে তারা ঘর ভাড়া করেন। এরপরই রহস্যজনক অবস্থায় হোটেল ঘর থেকে চুমকির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এদিকে চুমকির বন্ধুদের সঙ্গে মোবাইলে প্রাথমিক কথাবার্তায় পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনার সময় হোটেল ঘরে চুমকি একাই ছিল। তাদের এক বান্ধবী সহ তিন বন্ধু বাইরে নাকি সেদিন ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। তারাই এসে দেখেন চুমকির হোটেল ঘরের দরজা বন্ধ। এরপরেই হোটেল কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে দরজা ভাঙলেই ঘরের সিলিংয়ে চুমকি দেহ ঝুলতে দেখা যায়। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

খানাকুলে বাংলার আবাস প্রকল্পে বাড়ি দেওয়ার নাম করে কাটমানি তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এবার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এক হত দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী যুবক ও তার বৃদ্ধা মায়ের কাছ থেকে দু'দফায় প্রায় সাতাশ হাজার টাকা তোলা নিয়ে চম্পট তৃণমূল নেতার। ওই তৃণমূল নেতার আশ্বাস সত্ত্বেও ঘর না পাওয়ায় হতাশ হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এই প্রতিবন্ধী যুবক ও তার বৃদ্ধা মা। উপায় অন্ত না দেখে শেষে তারা থানার দ্বারস্থ হন। ঘটনার তীব্র নিন্দা তৃণমূল নেতৃত্বের। ঘটনা খানাকুল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর কাঠের পোল গ্রামের। আর অভিযুক্ত ওই স্থানীয় তৃণমূল নেতার বাড়ি গোপাল নগর এলাকায়। জানা গেছে, খানাকুল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর কাঠের পোল গ্রামের বাসিন্দা তথা প্রতিবন্ধী যুবক মোহন দাস ও তার বৃদ্ধা মা কল্পনা দাসকে বাংলার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ আসাদুল আলি। আর এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথম দফায় প্রতিবন্ধী যুবক মোহন দাসের কাছ থেকে ১৬৩০০ টাকা নেয় আর দ্বিতীয় দফায় তার বৃদ্ধা মা কল্পনা দাসের কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা নেয় বলে দাবি তাদের। এরপরেও

ফের টাকা চাওয়া হয়। তাতে আর না দিতে পারায় ওই তৃণমূল নেতা আসাদুল আলি তাদের বলে দেয় আপাতত তাদের এখন ঘর দেওয়া যাবে না। বাকি তিন হাজার টাকা না দিলে ঘর দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয় সে। এর পরেই তারা তাদের টাকা ফেরত চায়। কিন্তু এরপর থেকেই আসাদুল আলি চম্পট দেয়। বারবার খোঁজ করেও তার দেখা পাননি তারা। এর পরে তারা খানাকুল থানায় আসাদুলের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান সরস্বতী দাস বলেন, তৃণমূলের লোকজনের এটাই তো কালচার। আমি পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লকে জানিয়েছি যাতে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। আবার তৃণমূলের খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের সহ সভাপতি মিন্টু পাল বলেন, খুবই নিন্দনীয় ঘটনা। এই ধরনের ঘটনা কোনও ভাবেই দল প্রশ্রয় দেবে না। কারণ খোদ মুখ্য মন্ত্রী অসহায় মানুষের পাশে থাকেন। তিনিই গরিব মানুষের ঘরের জন্য টাকা দিয়েছেন। আর কেউ এই ভাবে প্রতারণা করবে তা মেনে নেওয়া যাবে না। জানা গেছে, প্রতিবন্ধী এই মানুষটির আয় সেই ভাবে করতে পারেন না। স্ত্রী ছেলে মেয়ে ও বৃদ্ধ বাবা মা আছে। পরের বাড়িতে মাঠে ঘাটে কাজ করে খান। এমনকী তার ঘরের অবস্থাও একেবারে ভগ্ন দশা। সরকারি জায়গার ওপরে রোডের ধারে তাদের বাস। আর সেই পরিবারের কাছ থেকে এই ভাবে প্রতারণা করে ঠকিয়ে টাকা তোলে তৃণমূল নেতা আসাদুল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চাকরি হারাবেন প্রায় ৫৮১ জন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। বাতিল প্রায় ২৬ হাজার চাকরি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চাকরি গিয়েছে প্রায় ৫৮১ জনের। যদিও এখনো কোনো সরকারি নির্দেশিকা আসেনি বলেই জানিয়েছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। ২০১৬ সালের এসএসসিতে নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে বেশ সমস্যায় পড়তে হবে বলেই জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

এবিষয়ে বালুরঘাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৃজিত সাহা জানান, 'সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে আমাদের বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও দু'জন অফিস স্টাফ এফেক্টেড হবেন। এর ফলে বিদ্যালয়ে পরিচালনা করতে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হবে। দ্রুত কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আমরা বেশ সমস্যায় পড়তে চলেছি।'

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দেবাশিস সমাদ্দার বলেন, '২৬ হাজারের চাকরি বাতিলের কোনও তালিকা আমরা এখনো পাইনি। গত বছর হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে যে তালিকা বেরিয়েছিল তাতে আমাদের জেলায় ৫১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি ৭০ জন রয়েছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পরবর্তীতে আমাদের যেভাবে নির্দেশিকা আসবে, আমায় সেভাবেই পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

অন্যদিকে, এই রায় প্রসঙ্গে বালুরঘাটের সাংসদ তথা ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে! শুধুমাত্র অযোগ্যদের বাঁচানোর জন্য যোগ্যদের চাকরি চলে গেল। এর জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেননা যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণ যদি মহামান্য আদালতের সামনে রাজ্য সরকার করে দিতেন, তাহলে আজ এই দিন দেখতে হত না। আমরা শীঘ্রই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামতে চলেছি।

মাওবাদী বিস্ফোরণে শহিদের বাড়িতে সিআরপিএফের ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: গত ২৪ মার্চ ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার ছোটনাগরা এলাকায় মাওবাদী দমন অভিযানে গিয়ে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা ল্যান্ড মাইন বিস্ফোরণে সিআরপিএফের ১৯৩ নং ব্যাটেলিয়নের সাব ইন্সপেক্টর সুনীল কুমার মণ্ডল শহিদ হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তার গড়বেতা- ২ ব্লকের গাছউপড়া গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানান সিআরপিএফের ডিজি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। গ্রামে পৌঁছে তারা সকলেই শহিদ সুনীল মণ্ডলের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। পরিবারের সদস্যের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান। প্রয়াত সুনীলের দাদা অমল মণ্ডল জানান, সিআরপিএফের ডিজি সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। কর্মরত অবস্থায় সুনীল মণ্ডল মারা যাওয়ার কারণে তাঁর পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি সবরকম সাহায্য করার কথা বলেছেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সিআরপিএফের তরফে শহিদ সুনীল মণ্ডলের স্মৃতিতে গ্রামে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বাতিল চাকরি, কান্নায় ভেঙে পরলেন বার্লো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রুপ ডি কর্মী ভেরোনিকা টুডু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গেল মালদা বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের চার শিক্ষিকার। একই সঙ্গে চাকরি হারিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়েরই এক গ্রুপ ডি মহিলা কর্মীরও। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় শোনার পরই ক্লাসরুমে কান্নায় ভেঙে পড়লেন শিক্ষিকারা। চাকরি হারানোর পর গ্রুপ ডি কর্মী ভেরোনিকা টুডু জানিয়েছেন, ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ২০১৮ সালে চাকরি পাই গ্রুপ ডি পদে। দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা।

আইসিডিএস চাকরি করতেন। ১৫ বছর করেছেন। কিন্তু আর্থিক কারণে ভালো রোজগারের আশায় গ্রুপ ডি পদে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন। চাকরি হয় মালদা বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ে। এদিন খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি, রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হবেন এমন ভাবনার কথা জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দীপশ্রী মজুমদার জানিয়েছেন, যে চারজন শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হয়েছে তাদের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাকি তিনজন ফিজিক্স, বায়োলজি ও সাধারণ বিভাগে শিক্ষকতা করতেন। এই চারজন শিক্ষিকা এতটাই ভালো ছিল যে স্কুলের একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের অধিকাংশ গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়নি। তারপরে আজকের এই ঘটনার কথা শুনতে পেরেছি। এখন এই স্কুলে এই সব বিষয়ে একজন করেই শিক্ষিকা ছিলেন। সেই ঘাটতি কিভাবে পূরণ হবে বুঝতে পারছি না।

এদিকে এদিন জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক রানিব্রত দাসের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তাঁর কাছ থেকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে জেলা শিক্ষা দপ্তর একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেলে সম্ভবত ১৩০০ জনের চাকরি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মালদায়।

জোয়ারের জল ও ভাটার কাদা থেকে মুক্তি মিলবে শ্যামপুরের সুন্দরবন পাঁচসেরা পাড়ার

মনোজ চক্রবর্তী

শ্যামপুর: এ যেন এক সুন্দরবনের খন্ড চিত্র। জোয়ার এলেই জল ভাসিয়ে দেয় উঠোন। আবার ভাটার সময় কাদা মেখে বের হতে হয় বাজার করতে। হাওড়ার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুরের বানেশ্বরপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচসেরা পাড়া গ্রাম। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। অনেকে রূপনারায়ণ ভাগীরথী নদী থেকে মাছ ধরে জীবন ধারণ করেন। জোয়ারের সময় খাল দিয়ে জল গ্রামে ঢোকে। প্রতিদিন কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। বর্ষায় অবস্থা আরো ভয়াবহ। ফলে বহুদিন ধরেই দাবি উঠেছিল এই এলাকাকে জোয়ারের জল থেকে বাঁচানোর জন্য। এবার কয়েক হাজার মানুষের সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, মূলত শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডলের কাছে বারবার দরবার করেছিল এলাকার মানুষ। সেই দরবার সেচ দপ্তরের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। বাঁধের ওপরে স্লুইসগেট করে তার ওপর কালভার্ট তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার পাঁচসেরা

পাড়ায় কাজ শুরুর আগে পরিদর্শনে আসেন সরকারি আধিকারিক ও বিধায়ক। এদিন বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল জানান, 'মানুষের বহুদিনের দাবি পূরণ করতে ভালো লাগছে। এর ফলে বানেশ্বরপুর এক ও ডিঙা খোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ উপকৃত হবেন।' বানেশ্বরপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অরিন্দম মণ্ডল, শ্যামপুর এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না একযোগে জানান, 'এই ইস্যু ওই এলাকায় ভোটের সময় যেতে কুণ্ঠা হত। এখন ভালো লাগছে।'

চাকরি বাতিলের খবর পেতেই নিস্তব্ধতা বাগদার মামাভাগ্নে গ্রামে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিস্তব্ধতা উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার মামাভাগ্নে গ্রামে। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের সেই রায়কে বহাল রেখেছে সুপ্রিমকোর্ট। এদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে বাগদার মামাভাগ্নে গ্রামে নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাগদার মামাভাগ্নে গ্রামের বাসিন্দা চন্দন মণ্ডল এই গ্রামের কয়েকশো ছেলে মেয়েকে চাকরি দিয়েছিল টাকার বিনিময়ে। পাড়ার বেশিরভাগ ছেলে মেয়ে মাস্টারি করে চাকরি করার কারণে গ্রামের নাম হয়েছিল মামাভাগ্নে মাস্টার পাড়া। আগেই হাইকোর্ট প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। এদিন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশকে বহাল রাখায় প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হল। আর এই খবর গ্রামে পৌঁছতেই বাগদার মামাভাগ্নে গ্রামে এখন শুধু নিস্তব্ধতা। নামখানায় স্কুলে ক্লার্কের চাকরি করছে মিঠুন বিশ্বাস তার মা ষষ্ঠী বিশ্বাস জানিয়েছেন চন্দন মণ্ডলকে চাষের জমি বিক্রি করে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে ছেলের চাকরি হয়েছিল। ছেলের বউ মেয়ে রয়েছে কি হবে এখন। অন্যদিকে মামা ভাগ্নে গ্রামের আরেক বাসিন্দা শ্যামলী মণ্ডল জানিয়েছেন, তার ছেলে ভীম মণ্ডল গঙ্গাসাগরের পাশে চাকরি করে। গরিব মানুষ এক দুই লক্ষ টাকা চন্দনকে দিয়েছিল বলে চাকরি দিয়েছিল। গ্রামের এক মহিলার দাবি, গ্রামটা খুবই ভালো ছিল কিন্তু অনেকের চাকরি চলে যাওয়ার ফলে গ্রামের নামটা সবাই জানবে জেনে খারাপ লাগছে। অনেকেই চন্দনকে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে মামা ভাগ্নেগ্রামে গিয়ে সেই চন্দন মণ্ডলের বাড়ি ও গ্রামে শুধুই নিস্তব্ধতা।

হারানো মোবাইল ফেরত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বাগনান থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল তাদের মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ। মোবাইলের মালিকদের হাতে মোবাইল তুলে

দেওয়ার ছোট্ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সুপার সুবিমল পাল। এদিন তিনি জানান, 'হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় প্রত্যেকটা থানাতেই এই ধরনের কাজ চলবে। বাগনান থানার আইসি অভিজিৎ দাস জানান, 'টিম ওয়ার্কের সাফল্য এটি।' উল্লেখ্য এদিন এক স্কুল শিক্ষিকা হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি ধন্যবাদ জানান পুলিশকে।

দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকায় মৃত্যু রংমিস্ত্রির, দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের লয়ার মনোহরপুরের বাসিন্দা ৩৩ বছর বয়সি পিন্টু ঢক। পেশায় রংমিস্ত্রি। প্রতিদিনই সকালে বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়ে যেতেন। গতকালকেও বাড়ি থেকে বাঁকুড়ার ছান্দার এলাকায় কাজে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে দুপুর নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন একাই নিজের বাইক চালিয়ে। পাঁচাল জঙ্গলের কড়াসুলী মোড় সংলগ্ন এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশেই একটি গাছে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পিন্টু ঢক। দীর্ঘ সময় রাস্তায় পড়ে থাকার পর স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ নিজেদের হেপাজতে নেয় সোনামুখী থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার মৃতদহ ময়নাতদন্ত করা হয় বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে।

একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ ও আইন অমান্য কর্মসূচি এসইউসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অভয়ার ন্যায় বিচার, ২৬০০০ চাকরি দুর্নীতিতে যুক্ত নেতা মন্ত্রীদের কঠোর শাস্তি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, বেকারি, থ্রেট কালচার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিরোধ, পুরুলিয়া জেলায় খরার সমস্যার স্থায়ী সমাধান, দূষণ রোধ ও পথ নিরাপত্তায় যথাযথ

ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিলসহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে SUCIS-CV এর পক্ষ থেকে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বৃহস্পতিবার দুপুরে আইন অমান্য হয়। রঘুনাথপুর শহরের এল আই সি অফিসের কাছ থেকে একটি মিছিল এসডিও অফিস পর্যন্ত পৌঁছয়। মিছিল পৌঁছনো মাত্র গেটে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং রোডের ওপর দলীয় কর্মীরা বসে পড়লে চন্দনকিয়ারী রোধ অবরোধ হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পুরুলিয়া উত্তর সংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক লক্ষীনারায়ণ সিনহা।

একাধিক গাড়ি ও মানুষকে ধাক্কা মেরে রেলগেট ভেঙে পালানোর চেষ্টা লরির, চালক সহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলায় বেপরোয়া একটি লরির তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়াল অণ্ডালের উখরা থেকে পাণ্ডবেশ্বর।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার লাউদোহার দিক থেকে উখরার দিকে আসছিল ১৬ চাকার একটি লরি। উখরা বাজপাই মোড়ে লরিটি একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা মারে। বাইকটিতে ছিল দুজন আরোহী। এরপর লরিটি গতি বাড়িয়ে

দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকে। ট্রেন চলাচলের জন্য শংকরপুর রেল ফটকে তখন বন্ধ ছিল। লরিটি রেলগেট ভেঙে দ্রুতগতিতে পাণ্ডবেশ্বরের দিকে ছুটতে থাকে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাজপাই মোড় থেকে শংকরপুর মোড় পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বাইক টোটো এবং চার চাকার গাড়িতে লরিটি ধাক্কা মারে। ক্ষতি হয় একাধিক গাড়ির পথচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। রেলগেট ভেঙে পালানোর সময় লরিটিকে ধাওয়া করে অন্ডাল ট্রাফিক গার্ড পুলিশের একটি মোবাইল ভ্যান। বনবহাল ফাঁড়ি ও পাণ্ডবেশ্বর ট্র্যাফিক গার্ড পুলিশ ও লরিটির পিছু নেয়।

বনবহাল ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে বেপরোয়া লরিটি গাইঘাটা মোড়ে রামনবমী উৎসবের জন্য তৈরি হওয়া মণ্ডপে, একজন বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে। অবশেষে লরিটি পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। লরি সহ ড্রাইভারকে আটক করে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। পাণ্ডবেশ্বরেও ঘাতক লরিটির ধাক্কায় একজন আহত হন বলে জানা যায়।

প্রায় ২৬০০০ চাকরি বাতিলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ দিবাকর ঘরামির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে বহাল রেখেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এসএসসি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি, নাইন টেন এবং ইলেভেন টুয়েলভ মিলিয়ে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। আর এই চাকরি বাতিল নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করলেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, যারা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন যে তৃণমূল নেতাকে টাকা দিয়েছেন তাদের বলব আপনারা চলে যান তৃণমূল নেতার বাড়িতে। বলবেন, 'আমরাও আপনাদের পাশে থাকব।'

এছাড়াও তিনি বলেন, 'যে সমস্ত যোগ্যদের চাকরি গেল তারাও তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের জিজ্ঞেস করুন আমরা আপনাদের লড়াইয়ে পাশে আছি। তৃণমূল সরকার রাজ্যের মানুষকে পথে বসাচ্ছে এই সরকারকে ধিক্কার জানাই।'

মুর্শিদাবাদ জেলায় বাতিল ৩ হাজার ২০০ জনের চাকরি, বিপাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারালেন ফারাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর হাইস্কুলের ৩৫ জন শিক্ষক সহ এক অশিক্ষক কর্মী। অবশিষ্ট ৩০ জন শিক্ষক ও সাতজন প্যারাটিচার নিয়ে কীভাবে স্কুল চালাবেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। শুধু অর্জুনপুর নয়, ভগবানগোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। নিউ ফারাক্কা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। ওই বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তিন শিক্ষকের মধ্যে দুজনের চাকরি বাতিল হওয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পঠন পাঠন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারা রাজ্যে ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। বাতিল তালিকার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩ হাজার ২০০ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। বহু স্কুলে অর্ধেকের বেশি শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে।

অর্জুনপুর হাইস্কুলে স্থায়ী পদে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৬৫ জন। সাতজন প্যারাটিচার রয়েছেন। স্কুলের মোট পড়ুয়া প্রায় সাড়ে ন'হাজার। একজন ক্লার্ক সহ ৩৫ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানালেন, শুক্রবার থেকে স্কুলের পরীক্ষা শুরু। এই পরিস্থিতিতে একসঙ্গে ক্লাস ও পরীক্ষা কীভাবে চলবে জানিনা। ওই স্কুলের এক অভিভাবক নির্মল বিশ্বাস বলেন, শিক্ষায় চরম ধাক্কা খাবে।

ভগবানগোলা হাইস্কুলের মোট

শিক্ষক সংখ্যা ৬২ জন। স্কুলে এক ধাক্কায় ২১ জন শিক্ষক কমল। নিউ ফরাক্কা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক ৩৪ জন। ১১ শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ায় এখন মাত্র ২৩ জন শিক্ষক থাকলেন। স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৭০০ জন। দশজন শিক্ষিক ছিলেন। চাকরি বাতিলে শিক্ষিকার সংখ্যা পাঁচে নেমে এসেছেন। চাকরি বাতিলে স্কুল চালাতে চিন্তায় পড়েছেন বহু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা। দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, বহু পরিবার জলে পড়ে গেল। চাকরি বাতিলের দায় এই রাজ্য সরকারের। অধীর চৌধুরী বলেন, এর দায় রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকার চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে জুয়া খেলেছে।

গরমে বাঁকুড়ায় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে স্কুল সকালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তীব্র গরমে জ্বলছে লালমাটির জেলা বাঁকুড়া, স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের হাজিরার সংখ্যা ছিল কম, তাই শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে শিশুদের সকালে স্কুল, খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকা পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা।

খরা প্রধান এলাকা লালমাটির জেলা বাঁকুড়া, চলতি বছরে ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে জেলার তাপমাত্রা। নাজেহাল হয়ে পড়ছে সকল স্তরের মানুষ। দুপুরের দিকে বড়রা কাজে

যেতেই ভয় পায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে হয় এই তীব্র রোদকে উপেক্ষা করে। তাই শিক্ষা দপ্তর বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে নির্দেশ দিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গের লাল মাটির জেলা বাঁকুড়া সহ আরো বেশ কয়েকটি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সকালে করার। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশমতো বুধবার থেকেই বাঁকুড়া জেলার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সকালে শুরু হয়েছে। এতেই খুশি ছোট ছোট খুদে পড়ুয়া থেকে অভিভাবক এবং শিক্ষকরা শিক্ষিকারা।

শিক্ষক এবং অভিভাবকদের দাবি, তীব্র গরমে বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারত না। যার ফলে স্কুলে বাচ্চাদের হাজিরার সংখ্যা দিন দিন কম ছিল। শিশুদের ডি হারড্রেশনের সমস্যা দেখা দিত। দুপুরে মিড ডে মিল খাওয়াতে নাভিশ্বাস উঠতো সকলের। সেখানে দাঁড়িয়ে সকালে স্কুল পরিচালনা করে অনেকটাই উপকৃত হচ্ছেন সকলেই। স্কুলে শিশুদের হাজিরার সংখ্যাও বেড়েছে।

ভেঙ্কটেশের ব্যাটে ভর করে ২০০'র গণ্ডি পার

ঘরের মাঠে দাপটের সঙ্গে জয়ে ফিরল নাইটরা

শম্ভুনাথ ভৌমিক

ভেঙ্কি শো। সঙ্গে রিঙ্কুর সঙ্গ। তার আগে অঙ্গকৃশ- অজিঙ্কার জুটি। ২০০ রান তুলে ফেলে কেকেআর। বিশাল রানের সামনে ১৬.৪ ওভারে ১২০ রানেই কেঁচোর মত গুটিয়ে গেল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। মুম্বইয়ের কাছে হারের পর ঘরের মাঠে ৮০ রানে জিতে বুক ফুলিয়ে জয়ে ফিরল পণ্ডিতের দল। ডবল 'বি' ম্যাজিকেই খেই হারিয়ে ফেলে সাইরাইজার্স। বৈভব আরোরা নেন ৩ উইকেট আর বরুণ চক্রবর্তী নেন ৩ উইকেট। ২টি উইকেট নেন আন্দ্রে রাসেল। একটি করে নেন নারিন ও রানা। হায়দরাবাদের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন হেনরিক ক্লাসেন ৩৩।

চলতি আইপিএলে দ্বিতীয় জয় পেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। হোম ম্যাচে প্রথম। স্বাভাবিকভাবেই ৮ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি হওয়ার আগে এদিনের জয় স্বস্তি দিল নাইট শিবিরে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপ। যদিও সেই সুনামের প্রতি সুবিচার করতে নেমে হারের হ্যাটট্রিকের লজ্জা সঙ্গী হলো সানরাইজার্স হায়দরাবাদের।

টস জিতে কেকেআরকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন সানরাইজার্স অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। কেকেআর ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তোলে। শেষ পাঁচ ওভারে ওঠে ৭৮ রান, শেষ ওভারে ২ উইকেট খোয়ানো সত্ত্বেও। সহ অধিনায়ক বেঙ্কটেশ আইয়ার সাতটি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে ২৯ বলে ৬০ রান করলেন। পঞ্চম উইকেট জুটিতে আইয়ার ও রিঙ্কু সিং ৪১ বলে ৯১ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। তার আগে চতুর্থ উইকেট জুটিতে অজিঙ্কা রাহানে ও অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ৫১ বলে ৮১ রান যোগ করেছিলেন। পাঁচটি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ৩২ বলে ৫০ রান করেন। ১টি চার ও চারটি ছয়ের সাহায্যে রাহানে করেন ২৭ বলে ৩৮। রিঙ্কু সিং কেকেআরের হয়ে ৫০তম আইপিএল ম্যাচে ১৭ বলে ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন। তিনি চারটি চার ও ১টি ছয় মেরেছেন। কুইন্টন ডি কক ৬ বলে ১, সুনীল নারিন ৭ বলে ৭ ও আন্দ্রে রাসেল ২ বলে ১ রান করেন। মহম্মদ শামি ৪ ওভারে ২৯, প্যাট কামিন্স ৪ ওভারে ৪৪, জিশান আনসারি ৩ ওভারে ২৫, হর্ষল প্যাটেল ৪ ওভারে ৪৩ ও কামিন্দু মেন্ডিস ১ ওভারে ৪ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন। দুই হাতে বল করে আইপিএল অভিষেকে কামিন্দু শুধু চমকেই দিলেন না, প্রথম এমন বোলিং করে উইকেটও পেলেন আইপিএলে। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৯ রানের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তিন উইকেট। ১০.৪ ওভারে স্কোরবোর্ডে ৭৫ রান ওঠার ফাঁকে সাজঘরে ফেরেন ছয় ব্যাটার। ট্রাভিস হেড ২ বলে ৪, অভিষেক শর্মা ৬ বলে ২, ঈশান কিষাণ ৫ বলে ২, নীতীশ কুমার রেড্ডি ১৫ বলে ১৯, কামিন্দু মেন্ডিস ২০ বলে ২৭ ও অনিকেত ভার্মা ৬ বলে ৬ রান করেন। সানরাইজার্সের যাবতীয় সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় বৈভব অরোরার তৃতীয় শিকার হয়ে হেইনরিখ ক্লাসেন সাজঘরে ফেরায়। ১৪.৪ ওভারে ১১২ রানে সপ্তম উইকেট পড়ে অরেঞ্জ আর্মির। ২টি করে চার ও ছয় মেরে ক্লাসেন করেন ২১ বলে ৩৩। সুনীল নারিনের বলে পরপর ২টি ছয় মারেন তিনি। ১৬ ওভারের প্রথম দুই বলে প্যাট কামিন্স (১৫ বলে ১৫) ও সিমরজিৎ সিং (১ বলে ০)-কে প্যাভিলিয়নে ফেরান বরুণ চক্রবর্তী। ১৬.৪ ওভারে সানরাইজার্স গুটিয়ে গেল ১২০ রানে। হর্ষল প্যাটেল (৫ বলে ৩) আন্দ্রে রাসেলের দ্বিতীয় শিকার হতেই সানরাইজার্সের ইনিংসে যবনিকা পতন ঘটে। ৪ বলে ২ রানে অপরাজিত থাকেন মহম্মদ শামি।বরুণ চার ওভারে ২২ রান দিয়ে পেলেন তিন উইকেট। বৈভব অরোরার ৪ ওভারে ১টি মেডেন, ২৯ রান দিয়ে তিনিও তিনটি উইকেট পান। আন্দ্রে রাসেল ১.৪ ওভারে ২১ রান খরচ করে পেলেন ২টি উইকেট। মুম্বই ম্যাচেও তিনি ২টি উইকেট পেয়েছিলেন। সুনীল নারিন ৪ ওভারে ৩০ রানের বিনিময়ে একটি উইকেট পেলেন। হর্ষিত রানা ৩ ওভারে ১৫ রান দেন, তিনিও পান ১টি উইকেট।কেকেআর ৮০ রানে ম্যাচ জেতায় দারুণ উন্নতি ঘটল নেট রান রেটে। দশ নম্বর থেকে সটান পয়েন্ট তালিকার পাঁচে চলে এলো কেকেআর। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট, নেট রান রেট ০.০৭০। সানরাইজার্স চলে গেল একেবারে তলানিতে। ৩ ম্যাচে তাদের ২ পয়েন্ট। নেট রান রেট মাইনাস (-) ১.৬১২।

ইডেনে ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার, মারমুখী মেজাজে ফিনিশার রিঙ্কু সিং। ম্যাচ জেতার পর এক অপরকে জড়িয়ে শুভেচ্ছা জানালেন হার্ষিত রানা আর আন্দ্রে রাসেল

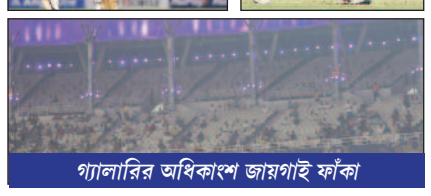
গ্যালারির অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা

ছবি: অদিতি সাহা

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে জামশেদপুরের কাছে হার, চাপে পড়ল বাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: অতিরিক্ত সময়েই স্বপ্নভঙ্গ। কাপ জয়ের মিশনে আইএসএল সেমিফাইনালের প্রথম লেগেই ধাক্কা খেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। জাভি হার্নান্দেজের গোলে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ড্র হওয়া ম্যাচ হারতে হল মোহনবাগানকে। বৃহস্পতিবার জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ২-১ গোলে হেরে গেল হোসে মলিনার দল। ম্যাচের ফল ২-১। এই ম্যাচে ৯০ মিনিট ধরে অনেক বেশি তরতাজা দেখিয়েছে খালিদ জামিলের দলকে। প্রথম দিকে ঝিমিয়ে থাকলেও কামিংসের গোলে সমতা ফেরানোর পর খেলায় ফিরেছিল বাগান। যদিও শেষরক্ষা হল না। জামশেদপুর এফসি-র হয়ে গোল করেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার জেভিয়ের সিভেরিও এবং এটিকে ও এটিকে মোহনবাগানের হয়ে খেলে যাওয়া স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জাভি হার্নান্ডেজ। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে একমাত্র গোল করেন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার জেসন কামিংস। ম্যাচের ২১ মিনিটের মাথায় ফের স্টিফেন এজের হেড থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন দ্বিতীয় পোস্টে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা সিভেরিও। কোনও ডিফেন্ডারই গার্ড করেনি তাঁকে। বিশাল এগিয়ে এসেও বল ধরতে পারেননি। গোল খেয়ে সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন লিস্টনরা। অপেক্ষার অবসান হয় ৩৭ মিনিটে। আশুতোষ মেহতার থেকে বল ছিনিয়ে গোলের দিকে দৌড়াচ্ছিলেন কামিংস। পিছন থেকে টেনে ধরায় রেফারি ফাউল দেন। বক্সের কিছুটা বাইরে থেকে কামিংসের দুর্দান্ত ফ্রি কিক। জামশেদপুর কিপার অ্যালবিনো গোমসের কিছু করার ছিল না। এরপর যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচ ড্র'ই হতে চলেছে, তখন শেষ মুহূর্তে ফল বদলে দেন জাভি। বাঁদিক থেকে উঠে আসা ঋত্বিক দাসের পাস থেকে গোলার মতো শটে বল জালে জড়িয়ে দেন জাভি। বিশাল কাইথের কিছু করার ছিল না। আইএসএল সেমিফাইনালের প্রথম লেগে দুরন্ত লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত জিততে পারলেন না শুভাশিস বসুরা। এই ম্যাচ হেরে গেলেও, এখনও ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাবেন লিস্টন কোলাসো, আশিস রাইরা। সেই ম্যাচে জনসমর্থন বড় হাতিয়ার হবে।

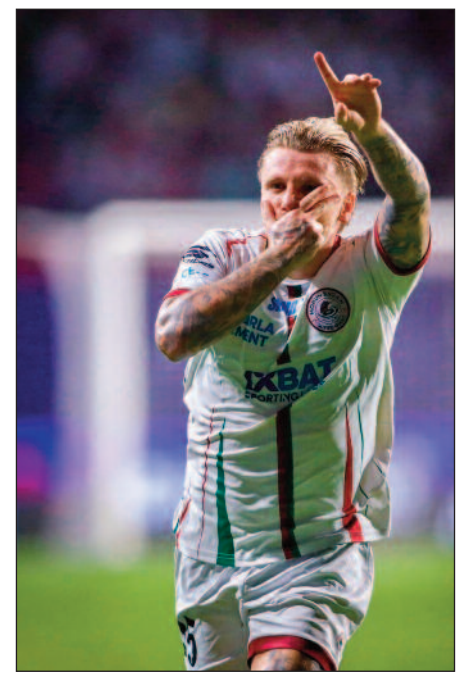
কামিংস গোল করে সমতা ফেরালেও সবুজ মেরুন সমর্থকদের উচ্ছ্বাস থাকল না ম্যাচের শেষে

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

আমেরিকার চাপানো শুল্ক নিয়ে বিবৃতি বাণিজ্য মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: ভারতীয় পণ্যের উপর আমেরিকার চাপানো পাল্টা শুল্ক নিয়ে বিবৃতি দিল ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আমেরিকার প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্ক ভাবে পর্যালোচনা করে দেখছে কেন্দ্র। খুব শীঘ্রই সমস্ত শিল্প এবং রপ্তানিকারক সংস্থার সঙ্গে কথা বলে শুল্ক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দেখার চেষ্টা করা হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং ঘোষণার প্রভাব অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখছি। প্রধানমন্ত্রীর 'বিকশিত ভারতে'র দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে, সমস্ত ভারতীয় শিল্প এবং রপ্তানিকারক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করছে আমাদের দপ্তর, যাতে নয়া এই শুল্ক সম্পর্কে সকলের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। সে সবের ভিত্তিতেই পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দেখা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, মার্কিন বাণিজ্যনীতিতে এই নতুন বদলের ফলে ভারতের সামনে কী কী সুযোগ আসতে পারে, সে সবও খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র।'

জামনগরে ভারতীয় সেনার বিমান ভেঙে মৃত পাইলট

জামনগর, ৩ এপ্রিল: মাঝ আকাশে যুদ্ধবিমান ভেঙে মৃত্যু হল ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটের। গুরুতর জখম আরও এক জন। সেনাবাহিনীর তরফে বিবৃতি দিয়ে এই দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গুজরাতের জামনগরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভারতীয় বায়ুসেনা জানিয়েছে, বুধবার রাতে জামনগর বিমানবন্দর থেকে উড়েছিল আইএএফের জাগুয়ার বিমানটি । দুই আসনবিশিষ্ট ওই বিমান আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটির সম্মুখীন হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাইলট ওই বিমানটিকে বিমানঘাঁটি এবং জনবহুল এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান। সেখানেই ভেঙে পড়ে সেটি। গুরুতর জখম হন বিমানে থাকা দু'জনই। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় পাইলটের।

জামনগর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে সুয়ারদার গ্রামের এক মাঠে ভেঙে পড়ে জাগুয়ার বিমানটি। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া বার হতে থাকে। মাঠের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বিমানের বেশ কয়েকটি জ্বলন্ত টুকরো। ঘটনাটি নজরে আসতে স্থানীয়েরাই প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যেরা এসে হাত লাগান উদ্ধারকাজে। বিমান থেকে পাইলটদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

যান্ত্রিক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কেনও ওই বিমানকে ওড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? উঠছে এমন নানা প্রশ্ন। গোটা ঘটনা নিয়ে অন্তর্তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'নগদবিতর্কে'র মাঝেই

সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ করবেন সুপ্রিম-বিচারপতিরা

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: প্রকাশ্যে আসবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সম্পত্তির হিসাব। শীর্ষ আদালতের সব বিচারপতি নিজেদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ্যে আনতে সম্মত হয়েছেন। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'লাইভ ল' অনুসারে, স্বচ্ছতা এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাকে আরও জোরদার করতেই এই সিদ্ধান্তে সহমত হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা।

গত ১ এপ্রিল শীর্ষ আদালতে সব বিচারপতির উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শীর্ষ আদালতের বিচারপতির সম্পত্তির হিসাব আগেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দেওয়ার নিয়ম ছিল। 'লাইভ ল' সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে নিজেদের সম্পত্তির হিসাব সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা যাবে, এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্রও দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বিচারপতিরা। ঘটনাচক্রে, সম্প্রতি দিল্লি হাইস্কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাসভবনে 'নগদকাণ্ড' ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। বিতর্কের আবহে তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির সুপারিশ করে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। তা নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে অসন্তোষও দেখা গিয়েছিল।

চিনের নাগরিকদের সঙ্গে কোনও প্রেম বা শারীরিক সম্পর্ক করা যাবে না

চিনে নিযুক্ত মার্কিনদের আধিকারিকদের জন্য নির্দেশিকা জারি

ওয়াশিংটন, ৩ মার্চ: চিনে নিযুক্ত মার্কিন কূটনীতিকেরা কোনও চিনা নাগরিকের সঙ্গে প্রেম করতে পারবেন না। এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকার প্রশাসন। শুধু মার্কিন কূটনীতিকেরাই নন, তাঁদের পরিবারের সদস্যও কোনও চিনা নাগরিকের সঙ্গে প্রেম করতে পারবেন না। একই কড়াকড়ি জারি করা হয়েছে সে দেশে কাজের জন্য ছাড়পত্র পাওয়া ঠিকাদারদের ক্ষেত্রেও।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, গত জানুয়ারি মাসেই এই নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল চারটি সূত্রের সঙ্গে কথা বলে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকোলাস বার্নস চিন ছাড়ার কিছু দিন আগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চিনে নিযুক্ত মার্কিন আধিকারিকদের নয়া সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে কোনও চিনা নাগরিকের সঙ্গে প্রেম করছেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত থেকে ছাড় পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাতে পারেন। তবে তাতে কর্তৃপক্ষের সম্মতি না-মিললে হয় সম্পর্ক ভাঙতে হবে কিংবা পদ ছাড়তে হবে। জানা গিয়েছে, কেউ এই নিয়ম ভাঙলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিন থেকে ফিরিয়ে আনা হবে।

আমেরিকার কিছু কিছু সংস্থায় কর্মরত আধিকারিকদের প্রেমের ক্ষেত্রে এই ধরনের কড়াকড়ি আগেও ছিল। তবে চিনে কর্মরত সব আধিকারিকের জন্য এই ধরনের নীতি সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যায়নি। বস্তুত, আমেরিকার কূটনীতিকদের অন্য দেশে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে প্রেম অতীতেও বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা বিয়ে করেছেন এমন নজিরও রয়েছে।

গত বছর থেকেই এই বিষয়ে কড়াকড়ির উদ্যোগ শুরু করে মার্কিন প্রশাসন। গত বছরেও এই ধরনের একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে সেটি এতটা কড়া ছিল না। তখন বলা হয়েছিল, মার্কিন দূতাবাস এবং অন্য কূটনৈতিক দপ্তরগুলিতে কোনও চিনা কর্মীর সঙ্গে প্রেম করতে পারবেন না আমেরিকার আধিকারিকেরা। এ বার সেই নিয়মে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে।

ঘটনাচক্রে, এই সিদ্ধান্তের কথা এমন সময়ে প্রকাশ্যে এসেছে যখন চিনের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক টানাপড়েন চলছে। আমেরিকার নতুন শুল্কনীতিকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন এবং বেজিংয়ের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার গোয়েন্দা প্রধান তুলসি গ্যাবার্ডের দপ্তর থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ওই রিপোর্টে আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বড় সামরিক হুমকি হিসাবে চিনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

eTender notice of Gohaliara GP
Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 2(Two) Schemes of 15th FC(Untied) vide NIT No-01/GGP/25-26 DATED.02.04.2025
Bid Starts : 03/04/2025
Bid Closes: 09/04/2025
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/002(e)/2025-26, dt-03.04.2025. 1. Biennial Comprehensive Maintenance of different types of Air Conditioning Units installed at Gana Bhavan Under Uttarpara-Kotrung Munuicipality. **Bid Submission Closing Date : 18/04/2025. For Details: - wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIQ-01 of 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply of 'Stationery Items' required for the Year 2025-26 for the use of Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **04.04.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **14.04.2025 at 12.30 p.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No :- NM/PWDT/NIT-001e/2025-2026. Tender ID-2025_MAD_825957_1.Type of Work:-** Construction of Car Shed for SWM Vehicles. Bid Submition End Date:- **19-04-2025 at 05:00 PM**. Bid Open Date:- **22-04-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman
Nabadwip Municipality

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender has been invited for below-mentioned 2 (two) no. of Seleme under **15th FC (UNTIED)/2025** Fund: 1. For NIT No: **JGP/271/Re-Tender/15th/FC/2025 (2nd call), Dated-03.04.2025, Tender ID: i) 2025_ZPHD_832883_1 (ii) 2025_ZPHD_832883_2.**
e-Tender has been invited for below-mentioned 2 (two) no. of Seleme under **15th FC (UNTIED)/2025** Fund: 1. For NIT No: **JGP/270/Re-Tender/15th/FC/2025 (2nd call), Dated-03.04.2025, Tender ID: i) 2025_ZPHD_832908_1 (ii) 2025_ZPHD_832908_2.**
Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/01/RB/25-26
E-Tender ID: 2025_MAD_833019_1
Categories of Work: Installation of Water cooled Inverter Chiller. Last date of Submission of Tender **19.04.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
1. N.I.T. No.– WBMAD/ULB/ RSM/01/25-26 Dated 03.04.2025
E-Tenders are being Invited for Supplying and delivery of 30 watt LED street lights for replacement of defective 25 W LED street light fittings at various wards under Rajpur Sonarpur Municipality.**a)Date of uploadation:** 04.04.2025 at 11-00 hrs. **b)Tender Value:** Rs.48,62,462.00. **c) Documents download starting date & time:** 04.04.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 18.04.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 21.04.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-55/24-25
Exe. Engr.(Elect.) ADDA invites **Item Rate Tender** (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_832824_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.)ADDA. **Sd/-**
Exe. Engr. (Elect.), ADDA

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২ নং পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail ID- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender করছে। E-NIT-01/24-25, E-NIT-02/24-25,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 1/25-26/MF/T Dated 03.04.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **19.04.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Tender Notice
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No		NIT No. Scheme name & Estd Cost,
1.	Construction of shop for	**NIT -148/ 5thSFC /NIT/BGP /2025** 1) Strengthening of OSR in Brajaballavpur Bazar ,Scheme Cost- 167257.00
2.	Upgradation of Shop	**NIT -149/ OSR/NIT/BGP /2025** 1) at Brajaballavpur GP Office ,Scheme Cost- 196261.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-2 is : 12/04/20252-00 p.m.
For details Pradhan Mob- **9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com**

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas
On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No.184/SGP/Tied/2025, Dated: 04/04/2025** within the GP area. The last bid submission date is **21/04/2025 till 11 A.M.** And **NIT No 185/ SGP/SFC/2025 Dated -04/04/25** within Gp area. The last bid submission date is **14/04/25 Till 11 am.**
For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Sridhanrnagar GP

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **ই-টেন্ডার** আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো ভবন - লিফ্ট নং ৩ (উভয় দিকে খোলে)-এর জন্য ১টি এলিভেটরের নকশা, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ, চালুকরণ ও ২ বছরের ওয়ার‍্যান্টির পর ১০ বছরের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৯৫,৩১,১৩৯.৬৯ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৫.০৪.২০২৫-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নংঃ ইএলএম১৪০_লিফ্ট০৩এমবি_ডি১১-৩-২৫
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 16 Nos. scheme vide **NIT No: 1/Saha/5th SFC (untied)/25-26, 2/Saha/15th FC (tied)/25-26, 3/Saha/15th FC (tied)/25-26 & 4/Saha/15th FC (Untied) /25-26, Dated-02.04.2025.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date-**04.04.2025 from 11:00 A.M.** and Closing date (Online) : **19.04.2025 up to 12:00 Noon.** Tender opening date (Online): **21.04.2025 on 12:30 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2025_ZPHD_832644_1, 2025_ZPHD_832783_(1-4), 2025_ZPHD_833041 (1 to 2) & 2025_ZPHD_832844 (1 to 10),** also available at undersigned G.P.
Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

‘আপিস’-এর প্রথম ঝলক

সন্দীপ্তার সঙ্গে জুটি বাঁধলেন কিঞ্জল, সঙ্গে দোসর সুদীপ্তা

সমাজের দুই প্রান্তের দুই নারীর জীবন যেন এক সেতুতে বাঁধা। দুই নারীর একজন সুদীপ্তা চক্রবর্তী, অন্যজন সন্দীপ্তা সেন। ছবির নাম ‘আপিস’। ‘আপিস’ দুই নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দরকার প্রত্যেক নারীর। নাহলে সমাজে, সংসারে মান থাকে না। ছবির গল্পে ফুটে ওঠা চেনা কথাগুলোর ছুঁয়ে যাবে সব স্তরের নারীকেই।

মোড়কে সাজিয়েছেন পরিচালক অভিজিৎ গুহ ও সুদেষ্ণা রায়।

গল্পে সন্দীপ্তার স্বামীর ভূমিকায় রয়েছেন কিঞ্জল নন্দ। অন্যদিকে সুদীপ্তার স্বামীর চরিত্রে দেখা যাবে তথাগত চৌধুরীকে।

সন্দীপ্তা-কিঞ্জলের ছেলের ভূমিকায় দেখা যাবে খুদে শিল্পী আর্যদীপ সরকারকে।

খুব চেনা ছকে গল্পটি যেন না বলা অনেক কথা তুলে ধরবে দর্শক মহলে। ছবিতে

প্রকাশ্যে এল ছবির প্রথম ঝলক।

ছবিতে সন্দীপ্তা একজন কর্মরতা বিবাহিত নারী। আর তাঁর বাড়ির পরিচারিকার চরিত্রে সুদীপ্তা চক্রবর্তী। যিনি মনে করেন এই কাজের বাড়িটাই তাঁর অফিস। এই দুই নারীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ছবির গল্প! নারীর ক্ষমতায়নের চেনা ধারণা, বাণী বসুর গল্প অবলম্বনে নতুন চরিত্রাভিনেতাদের নিয়ে বেশ আশাবাদী পরিচালকদ্বয়।

ছবির শুটিং হয়েছে কলকাতা, বারুইপুর মিলিয়ে। ইতিমধ্যেই ফেস্টিভ্যালে দারুণ ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে ছবিটি। জানা যাচ্ছে, সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের জুন মাসে বড়পর্দায় মুক্তি পাবে ‘আপিস’।

নতুন প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন

‘যদি এমন হতো’

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

প্রেমের সংজ্ঞা অনেকরকম হয়। একতরফা, দুতরফা, কল্পনায় আবদ্ধ হয়ে কাউকে ভালোবেসে যাওয়া, কাউকে কোনদিন না দেখেই ভালোবেসে যাওয়া, ফোনে ফোনে সম্পর্ক ও আরো অনেক। বলা যায় একমাত্র প্রকারভেদেই প্রেম আবর্তিত হয়। প্রতিনিয়তই বাস্তব জীবনের চলার পথে নানান মানুষ নানান ভাবে প্রেমকে স্পর্শ করতে পারে। এই সমস্ত প্রেমের প্রকারভেদের মধ্যে ত্রিকোণ প্রেম অর্থাৎ ট্রাইংগেল লাভও একটি প্রকারভেদ আর এই ত্রিভুজ প্রেমকে কেন্দ্র করে যদি একটি গল্প গড়ে ওঠে। আবর্তিত হয় একটি কাহিনী যে কাহিনী প্রেম ছাড়াও তুলে ধরে মানসিক যন্ত্রণা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার কষ্ট। কেমন হবে সেই কাহিনীর পরিকাঠামো? দর্শক বিশেষ করে নব প্রেমের জোয়ারে উন্মোচিত দর্শকদের কাহিনীটা খুব একটা খারাপ লাগবে না। এমনই একটি কাহিনী নিয়ে তৈরি একটি সিনেমা সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে যার নাম যদি এমন হতোদ। সিনেমাটির পরিচালক রবীন্দ্র নামবিয়ার। ছবিটিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছে দিতিপ্রিয়া রায়, শন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋষভ বসু । ছবিটিতে দেখা যায় দিতিপ্রিয়া অর্থাৎ জিয়া ঋষভ অর্থাৎ অভিমন্যুর সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছে এবং ঠিক সেই সময় হঠাৎই জিয়ার একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয় যার ফলে আট মাস কোমায় চলে যায় জিয়া। দীর্ঘদিন কোমায় থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর জিয়া তার স্বামীকে চিনতে পারে না। চিনতে পারে শন অর্থাৎ রনজয় কে। এই রণজয়ের সাথে জিয়ার পরিচয় হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টের আগে জিয়া এবং অভিমন্যুর বিয়ের পরপরই। কোমা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর দিতিপ্রিয়ার মেমোরি লস হয় অর্থাৎ চিন্তাশক্তি সে সাময়িকভাবে হারায় এবং সেই সময় জিয়ার মনে হয় যে তার স্বামী অভিমুন্য আসলে ঋষভ নয় শন। শনকেই তখন থেকে জিয়া অভিমুন্য ভাবতে শুরু করে। আস্তে আস্তে শুরু হয় ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। জিয়াকে সুস্থ করতে অভিমুন্য রণজয় দুজনেই জড়িয়ে পড়ে। চলতে থাকে তিনজনের মধ্যে আবেগ, এবং ভালোবাসার টানাপোড়েন। ছবিটির শুটিং হয়েছে লন্ডনে। দিতিপ্রিয়া ছবিটির নায়িকা হিসেবে চমৎকার অভিনয়শৈলী এবং এক্সপ্রেশন দেখিয়েছেন যেটা দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হবে। তবে অভিনয় আরেকটু সাবলীল চরিত্রের সাথে সামঞ্জসতা পূর্ণ হলে ভালো হতো। শন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় যথেষ্ট পরিণত এবং এই ছবিতে তার এক্সপ্রেশন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট পরিণত লাগছে তাকে। ঋষভ বসু যথেষ্ট দক্ষতার সাথে অভিনয় করেছে। এই তিনটি প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি আরো দুটি চরিত্র রয়েছে যে দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছে শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় এবং শতাব ফিগার। প্যারেন্টিং ফিগারে শতাব ফিগারের অভিনয় বেশ প্রশংসনীয়। একজন উপদেষ্টা ও অভিভাবক হিসেবে তার অভিনয় এই সিনেমায় চোখে পড়ার মতো হয়েছে। শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট মানানসই অন্যান্য চরিত্র গুলির পরিপ্রেক্ষিতে। সিনেমাটির প্লট একটি নতুন ছন্দে বাঁধা, বাঁধাধরা গতের অর্থাৎ চিরাচরিত প্রত্যাশিত প্রেমের প্লটের সম্পূর্ণ বাইরে আর এখানেই পরিচালকের পরিচালনা করার তথা কাহিনী গঠন করার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনীটির সিনেমাটোগ্রাফি বেশ জমজমাট এবং জোরালো। সুপ্রিয় দত্তের সুন্দর সিনেমাটোগ্রাফি এই ছবিটিকে অনেকখানি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে এসকে মুভিজ এর ব্যানারে অশোক ধানুকা এবং হিমাংশু ধানুকা প্রযোজনায়। এই সিনেমায় লন্ডনের শুটিংয়ের দৃশ্যগুলি খুব দারুণ। এই ছবিটির সুরকার দোলান মৈনাক। তার সংগীত পরিচালনায়, অন্বেষা দত্তের গাওয়া এই সিনেমাটির টাইটেল ট্র্যাক দর্শকদের মন ছুঁয়ে যাবে। ছবিটির অন্যান্য গানগুলিও বেশ মনোমুগ্ধকর। শ্রুতি মধুর এই গানগুলি ছবিটিকে কিছুটা হলেও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।এই ধরনের ছবি অন্যান্য প্রেমের ছবিগুলিকে নতুন মাত্রা দেবে এবং ভবিষ্যতের প্রেম ঘরানার চলচ্চিত্রের পথকে আরো সুগম করবে এবং এক্ষেত্রে কোন দ্বিমত নেই।

চলছে

ধারাবাহিক থেকে আচমকা বাদ! অভিনয় জগতের বাইরে কোন পেশা বেছে নিলেন তনিমা সেন?

প্রায় এক বছরের কাছাকাছি হাতে তেমন ভাবে কাজ নেই অভিনেত্রী তনিমা সেনের। স্টার জলসার ‘উড়ান’-এ শেষবার ‘ঠাম্মা’র চরিত্রে দেখা গেলেও হঠাৎ করে সেই ধারাবাহিক থেকে বাদ পড়েন তিনি। যদিও বাদ পড়ার কারণ তাঁর আজও অজানা। মাঝে অবশ্য ‘তেঁতুলপাতা’য় কয়েক দিনের ক্যামিও চরিত্রে দেখা গেলেও সেইভাবে হাতে কাজ নেই তাঁর।

তবে এই সময়কে নতুন কাজে লাগাতে চান অভিনেত্রী তনিমা সেন। ৬০ পেরোনো মানেই শুধু বার্ধক্য নয়, হাল ছেড়ে দেওয়া নয় বরং হতেই পারে নতুন শুরু। সেই কারণেই নিজের ইউটিউব চ্যানেল শুরু করতে চলেছেন অভিনেত্রী তনিমা সেন।

মঞ্চের মাধ্যমে অভিনয় জগতে হাতেখড়ি হলেও অনেকদিন ধরেই থিয়েটারের মঞ্চ থেকে দূরে তিনি। তবে এখন পর্দাতেও তেমনভাবে দেখা যায় না অভিনেত্রীকে। যদিও সম্প্রতি পথিকৃৎ বসুর ‘শ্রীমান ভার্সেস শ্রীমতি’ ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে একটি দৃশ্যে দেখা যাবে তাঁকে।

বেশ কয়েক মাস ছোটপর্দা থেকে দূরে, স্বেচ্ছায় নয়, তাঁকে আর সুযোগ দেওয়া হয় না বলেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী। অভিনয়ে সুযোগের অপেক্ষা না করে এবার নতুন শুরু করতে চলেছেন তনিমা সেন। স্পষ্টবাদী বলেই হয়ত কাজ কম, এমনটাই মনে করেন অভিনেত্রী। এবার চিত্রশিল্পীদের নিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেল শুরু করতে চলেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী। নতুন এবং পুরনো অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পীদের নানাভাবে তুলে ধরবেন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে। ছোটবেলা থেকেই আঁকতে ভালবাসেন তিনি। সেই কারণেই এমন একটি উদ্যোগ। তাঁদের কাছে গিয়ে নিজেই সাক্ষাৎকার নেবেন। এই কাজের মাধ্যমে নতুনদের সুযোগ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনাও করছেন অভিনেত্রী। তবে অভিনয় তাঁর প্রথম ভালবাসা, সেই কারণে এই কাজের পাশাপাশি ভাল চরিত্রের অপেক্ষায় রয়েছেন অভিনেত্রী।

‘বুড়ো’ অজয়ের জন্মদিনে কাজলের দুষ্টু-মিষ্টি শুভেচ্ছা

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অজয় দেবগণ আজ পা দিলেন ৫৬-তে। জন্মদিনের এই বিশেষ দিনে স্ত্রী কাজল যেমন ভালবাসায় ভরিয়ে দিলেন, তেমনই তাঁর মজাদার শুভেচ্ছা পোস্টে হাসিতে ফেটে পড়লেন ভক্তরা! কাজল বরাবরই ঠাট্টা-মশকরা ভরা শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকেন তাঁর স্বামীকে। এবারও তার অন্যথা হল না। বুধবার ইনস্টাগ্রামে অজয়ের সঙ্গে নিজের একটি ছবি শেয়ার করেন কাজল। ছবিতে কাজলকে দেখা গেছে একটি কালো প্রিন্টেড পোশাকে, আর অজয় ক্যাজুয়াল ব্ল্যাক টি-শার্ট ও ডেনিম পরে ছিলেন। চশমা পরা অজয় কাজলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসছেন, কিন্তু কাজল ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছেন না।এই ছবির ক্যাপশনে কাজল লেখেন, ‘সব কুল মানুষই আগস্টে জন্মায়, কিন্তু তোমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতেও দোষ নেই আর ধন্যবাদ, সবসময় আমার থেকে বেশি বয়স্ক থাকার জন্য!’